পরিক্রমা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

পরিক্রমা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Website: www.sec.gov.bd, www.secbd.org, www.এসইসিবিডি.বাংলা

E-mail: info@sec.gov.bd

ক্রম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	প্রথম অংশ	
১	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানগণ	০৬
২	পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার ও অন্যান্য বিশেষ কার্যক্রম	০৭
২.১	অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার সাথে বিএসইসি'র মতবিনিময় সভা আয়োজন	০৭
২.২	অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বিএসইসি'র মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান	০৮
২.৩	বিএসইসি, বিশ্বব্যাংক ও ইউএস এসইসি'র যৌথ উদ্যোগে 'Conference on Enhancing Securities Regulation' আয়োজন	০৯
২.৪	বিএসইসি, বিশ্বব্যাংক ও ইউএস এসইসি'র যৌথ উদ্যোগে 'Industry Day' কর্মশালা অনুষ্ঠান	১০
২.৫	বিএসইসি'র এবং গ্রামীণফোন-এর শীর্ষ নির্বাহীগণের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান	১১
২.৬	'Develping the Mutual Fund Industry in Bangladesh' সভা আয়োজন	১২
২.৭	'বাংলাদেশে কমোডিটি ডেরিভেটিভস চালুকরণের সম্ভাবনা ও আইনি কাঠামো' কর্মশালা আয়োজন	১৩
২.৮	'মহান বিজয় দিবস, ২০২৪' উপলক্ষ্যে বিএসইসি'র আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ	১৪
২.৯	বিএসইসি'র এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ(আইসিবি)-এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান	১৫
২.১০	বিএসইসি ও ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর মধ্য মতবিনিময় সভা আয়োজন	১৬
২.১১	বিএসইসি ও ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি)-এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান	১৭
২.১২	বিএসইসি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ-এর বোর্ড সদস্যগণ, শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ট্রেকহোল্ডার কোম্পানিসমূহের মধ্যে সভা অনুষ্ঠান	১৮
২.১৩	চট্টগ্রামে বিএসইসি ও চট্টগ্রামভিত্তিক বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীসমূহের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠান	১৯
২.১৪	পুঁজিবাজারের সার্বিক সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে বিএসইসি এবং ডিবিএ, বিএমবিএ, এসিআরএবি, বিএপিএলসি, এফআরসি, আইসিএবি ও আইসিএমএবি-এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান	২০
২.১৫	পুঁজিবাজারের বিভিন্ন নীতি প্রসঙ্গে বিএসইসি এবং পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স, ডিএসই, সিএসই ও সিডিবিএল-এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠান	২১
২.১৬	বিএসইসি এবং পুঁজিবাজারের শীর্ষস্থানীয় মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজারগণের মধ্যকার মতবিনিময় সভা আয়োজন	২২
২.১৭	বিএসইসি ও পুঁজিবাজারের শীর্ষস্থানীয় ব্রোকারেজ হাউজসমূহের প্রতিনিধিগণের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান	২৩
২.১৮	পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়নে বিএসইসি ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ডিএসই ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশন (ডিবিএ)-এর প্রতিনিধিগণের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান	২৪
২.১৯	বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আগ্রহী টেরা পার্টনার্স ইউএসএ	২৫
২.২০	বিএসইসি ও ওয়ালটন গ্রুপের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠিত	২৬
২.২১	বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের কান্ট্রি ডিরেক্টরের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠান	২৭
২.২২	বিএসইসি এবং মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও পিএইচপি গ্রুপের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠান	২৮
২.২৩	বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনারবৃন্দের বিআইসিএম পরিদর্শন	২৯
২.২৪	বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনারবৃন্দের বিএএসএম পরিদর্শন	৩০
২.২৫	বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনারবৃন্দের সিএমএসএফ ম্যানেজমেন্ট অফিস পরিদর্শন	৩১

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	দ্বিতীয় অংশ	
৩	কর্পোরেট ফাইন্যান্স	৩৩
৪	ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স	৩৫
৫	নিবন্ধন	৩৬
৬	মার্কেট সার্ভেইল্যান্স অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স	৩৭
৭	সুপারভিশন অব মার্কেট অ্যান্ড মার্কেট ইন্টারমিডিয়ারিজ	৩৯
৮	এনফোর্সমেন্ট	৪২
৯	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	৪৩
১০	কর্পোরেট রিপোর্টিং	৪৪
১১	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস	৪৬
১২	লিগ্যাল সার্ভিস	৪৮
১৩	ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন	৪৯
১৪	ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি	৫১
১৫	জনসংযোগ	৫২
১৬	মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন	৫৩
১৭	স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিকস	৫৪

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩-এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৯৩ সালের ৮ই জুন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদ্সংক্রান্ত বিষয়াবলি বা তদাধীনে আনুষঙ্গিক বিধিবিধান প্রণয়ন। কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার সমন্বয়ে গঠিত এবং চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান প্রণয়ন এবং সে অনুসারে বাজার তদারকি করা কমিশনের সার্বিক দায়িত্ব। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত।

বর্তমানে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ। জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, জনাব মোঃ আলী আকবর এবং জনাব ফারজানা লালারুখ বিএসইসি’র কমিশনার রূপে ন্যস্ত হয়েছেন।

প্রথম অংশ

১. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানগণ

ক্রম	নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ
১	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	ইস্যুয়ার কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন
২	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান	প্রশাসন ও অর্থ ডিভিশনে সংযুক্ত
৩	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	আইসিটি ডিভিশন আর অ্যান্ড ডি ডিভিশন
৪	জনাব এম. হাছান মাহমুদ	ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন
৫	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	মার্কেট অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়ারিজ অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন
৬	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান চৌধুরী	ল ডিভিশন
৭	জনাব কামরুল আনাম খান, এফসিএমএ	চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট ডিভিশন ইন্টারন্যাল অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশন
৮	জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম	কর্পোরেট ফাইন্যান্স ডিভিশন ডেরিভেটিভস ডিভিশন
৯	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আজম	মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন
১০	জনাব রিপন কুমার দেবনাথ	এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন
১১	জনাব মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী	কমিশনস্ সেক্রেটারিয়েট ডিভিশন ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ডিভিশন
১২	জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	অ্যাডমিন অ্যান্ড ফাইন্যান্স ডিভিশন

২. পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার ও অন্যান্য বিশেষ কার্যক্রম

২.১ অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার সাথে বিএসইসি'র মতবিনিময় সভা আয়োজন

২০২৪ সালের ৩০ অক্টোবর কমিশন ভবনে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাথে অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ এবং কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, জনাব মোঃ আলী আকবর ও জনাব ফারজানা লালারুখ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। এই প্রত্যাশায় আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তিনি পুঁজিবাজারের বিভিন্ন বিষয় বৈঠকে আলোচনা এবং বিদ্যমান সংকটের কিছু তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা চলমান রয়েছে বলে জানান। এছাড়া তিনি বলেন, দেশের মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার সাথে কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনারবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের বিএসইসি কার্যালয়ে আগমন এবং দেশের পুঁজিবাজার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদয় দৃষ্টিদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় দেশের পুঁজিবাজারে বিদ্যমান অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় তথ্য সহকারে উত্থাপন করেন। একইসাথে পুঁজিবাজারের সংকট নিরসন এবং সম্ভাবনা ফলপ্রসূকরণে বিএসইসি'র অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য সরকারের সদয় দৃষ্টি এবং নীতি-সহায়তার অনুরোধ জানান।

বৈঠকে বিএসইসি'র পক্ষ হতে 'Current Scenario of Capital Market of Bangladesh: Challenges, Prospects and Strategies' সচিত্র উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। এ সময় সামগ্রিক কর্মকাণ্ড এবং পুঁজিবাজারের সাম্প্রতিক উন্নয়নে বিএসইসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ-সমূহ সম্পর্কে মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়কে অবহিত করা হয়। একইসাথে বৈঠকে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরসনপূর্বক বাজারের সুযোগ-সম্ভাবনা কার্যকরকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। পুঁজিবাজারে ক্যাপিটাল গেইনের উপর আরোপিত কর হার যৌক্তিককরণ ও সংশ্লিষ্ট সংস্কার আনয়ন, প্রাইভেট ও পাবলিক কোম্পানিতে কর হারে পার্থক্য যৌক্তিককরণ, আইসিবি'কে প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে আইসিবির বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি, পুঁজিবাজারের গতিশীলতা আনয়নে সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহকে সরাসরি তালিকাভুক্তি বা আইপিও-এর মাধ্যমে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, বাংলাদেশে ব্যবসারত বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রমের ক্ষেত্রে কোনো কোম্পানিকে পরবর্তী অর্থায়নের জন্য ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে অর্থায়নের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পুঁজিবাজার হতে উক্ত অর্থায়নের একটি নির্দিষ্ট অংশ অর্থায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নে নির্দেশনা প্রদান, আইনগত পর্যালোচনাপূর্বক পুঁজিবাজারে অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে গৃহীত আর্থিক দণ্ড থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিএসইসি ইনভেস্টর প্রটেকশন ফান্ড তৈরি এবং পুঁজিবাজারে বিদ্যমান নেতিবাচক ইক্যুইটি সংক্রান্ত সমস্যার কার্যকর সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের সহায়তা কামনা করা হয়। বৈঠকে বিশেষভাবে বাজারের তারল্য বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের স্বল্প সুদ হারে পুনঃঅর্থায়নকল্পে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

২.২ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বিএসইসি'র মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান

২০২৪ সালের ০৪ ডিসেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব নাজমা মোবারক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিএসইসি'র মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব নাজমা মোবারক, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সাঈদ কুতুব, বিএসইসি'র চেয়ারম্যান, কমিশনার, নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মহোদয় এবং কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

বৈঠকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বলেন, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বিএসইসি'র বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীদের জন্য যোগ্য পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ সময় তিনি পুঁজিবাজারের বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত বিষয় এবং বাজারে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধানে একসাথে কাজের কথা উল্লেখ করেন।

বিএসইসি কার্যালয়ে আগমন এবং বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, পুঁজিবাজারের বিদ্যমান সংকট নিরসন এবং সম্ভাবনাকে কার্যকরকরণে বিএসইসি নিরলসভাবে কাজ করছে। এ সময় তিনি পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারে অর্থ মন্ত্রণালয় ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে সহযোগিতার অনুরোধ জানান। তিনি মন্তব্য করেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে পুঁজিবাজারের বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন এবং দেশের অর্থনীতির স্বার্থে সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থা ও নীতিমালা প্রণয়ন গুরুত্বপূর্ণ।

বিএসইসি'র কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী দেশের অর্থনীতি ও পুঁজিবাজারের স্বার্থে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয়ের উদ্যোগী মনোভাবের প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিএসইসি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম 'Roles and Functions of Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC)' ও 'Current Scenario of Capital Market of Bangladesh: Challenges, Prospects and Strategies' সচিত্র উপস্থাপনা করেন। তিনি এই উপস্থাপনায় কমিশনের ভিশন ও মিশন, মূল কার্যাবলি, বিদ্যমান কাঠামো ও লোকবল, দেশের পুঁজিবাজার ও সার্বিক পরিকাঠামো এবং কমিশন বিভিন্ন ডিভিশনভিত্তিক কার্যক্রম উত্থাপন করেন। এতে পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের পুঁজিবাজারের সাথে বাংলাদেশের বাজারের তুলনামূলক চিত্র, পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য বিএসইসি'র কৌশলসমূহ এবং সাম্প্রতিককালে বিএসইসি কতৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং সম্ভাব্য সমাধান ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া, আলোচ্য বৈঠকে বক্তাগণ পুঁজিবাজারে বিদ্যমান নেতিবাচক ইক্যুইটির সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, সরকারি মালিকানাধীন উৎকৃষ্ট কোম্পানিসমূহকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি এবং প্রতিটি তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক Solo ও Consolidated বিনিয়োগ সীমার অতিরিক্ত হিসেবে বিশেষ তহবিল ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা হতে ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকায় উন্নীতকরণ ও মেয়াদ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ হতে পরবর্তী ৫ বছরের জন্য বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজিবাজারে তারল্য সহায়তা প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট বাজারের উন্নয়ন সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়কে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে গতিশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

২.৩ বিএসইসি, বিশ্বব্যাংক ও ইউএস এসইসি'র যৌথ উদ্যোগে 'Conference on Enhancing Securities Regulation' আয়োজন

২০২৪ সালের ২৭ অক্টোবর কমিশন ভবনে বিএসইসি, বিশ্বব্যাংক ও ইউএস এসইসি'র যৌথ উদ্যোগে 'Conference on Enhancing Securities Regulation' উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। ২০২৪ সালের ২৭-৩০ অক্টোবর পর্যন্ত চার-দিনব্যাপী আয়োজিত কর্মশালায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি'র কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী, কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ ও বিএসইসি'র কর্মকার্তাবৃন্দসহ সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসইসি, বিশ্বব্যাংক ও ইউএস এসইসি'র প্রতিনিধিবৃন্দ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া, এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিস্ট Mr. Zsolt Bango, ইউএস এসইসি-এর Associate Director Mr. Paul Gumagay এবং ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ইকোনোমিক অফিসার Mr. James Gardiner।

উদ্বোধনী বক্তব্যে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী এবং আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, 'আমরা সৌভাগ্যবান, ইউএস এসইসি এবং বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পুঁজিবাজারের ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন সংস্থার সংশ্লিষ্টতায় এ ধরনের কর্মশালা আয়োজন করতে পেরেছি। এরূপ কর্মশালা সকল অংশীজনকে পুঁজিবাজার দায়িত্ব পালনে পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে অধিক উত্তমরূপে অনুধাবনে সহায়তা করবে। আমরা বিশ্বব্যাংক এবং ইউএস এসইসির সাথে সফল দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে বরাবর আগ্রহী ছিলাম। এ ধরনের অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতামূলক কার্যক্রম বিশ্বব্যাংকের সাথে আমাদের সম্পর্ককে অধিক শক্তিশালী করবে।' বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও কল্যাণের স্বার্থে আগামীতে অনুরূপ অনেক কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে-তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ইকোনোমিক অফিসার Mr. James Gardiner বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং অর্থনীতি খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কারে যুক্তরাষ্ট্র সহায়ক ভূমিকা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি এই কর্মশালার আয়োজন প্রসঙ্গে বলেন, এটি ৫ই আগস্ট-পরবর্তী বাংলাদেশে এ ধরনের প্রথম কার্যক্রম। তিনি পরিবর্তনের বাংলাদেশে নতুন প্রজন্মের সহায়তায় উত্তম কার্যক্রমের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

কর্মশালায় বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিস্ট Mr. Zsolt Bango বলেন, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক J-CAP Mission-এর আওতায় বিশ্বব্যাংক ও আইএফসি কাজ করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে অধিকতর উন্নত, আধুনিক ও সমৃদ্ধকরণে বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন প্রকার অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে ফলপ্রসূকরণে প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তার সাথে মানবসম্পদের উন্নয়নে যুগপৎ কাজ করছে।

ইউএস এসইসি'র Risk Strategist Mr. Nitish Bahadur, Associate Director Mr. Paul Gumagay, Branch Chief Mr. Tom Swiers এবং Senior Special Counsel Mr. Celeste M. Murphy পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পর্ব পরিচালনা করেন।

২.৪ বিএসইসি, বিশ্বব্যাংক ও ইউএস এসইসি'র যৌথ উদ্যোগে 'Industry Day' কর্মশালা অনুষ্ঠান

২০২৪ সালের ৩১ অক্টোবর বিএসইসি, বিশ্বব্যাংক ও ইউএস এসইসি'র যৌথ কমিশন ভবনে 'Industry Day' কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ডিএসই, সিএসই, সিডিবিএল, সিসিবিএল, বিআইসিএম, বিএএসএম, বিএমবিএ, এএএমসিএমএফ, এসিআরএবি, বিএপিএলনি, ভিসিপিইএবি, এমবিএ, এসিআরএবি, বিএপিএলসি, সিএমএসএফ, আইসিবি এবং দেশের পুঁজিবাজারে কর্মরত ডিএসই ও সিএসই-এর ট্রাক হোল্ডার, সম্পদ ব্যবস্থাপক, মার্চেন্ট ব্যাংকার্স, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি, ফান্ড ম্যানেজার, সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান, মিচ্যুয়াল ফান্ড কাস্টডিয়ান, ট্রাস্টি অফ ফান্ড, ও ট্রাস্টি অফ ডেবিট সিকিউরিটিজ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ইউএস এসইসি'র Risk Strategist Mr. Nitish Bahadur, Associate Director Mr. Paul Gumagay এই কর্মশালা পরিচালনা করেন।

বিএসইসি, বিশ্বব্যাংক ও ইউএস এসইসি'র যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Industry Day -তে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

এই কর্মশালায় যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাজার ও পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউএস এসইসি'র কর্মপদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এতে বক্তারা বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের মধ্যস্থতাকারীসহ বিভিন্ন অংশীজনের করণীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাজারের প্রেক্ষিতে তাঁদের নির্দিষ্ট ভূমিকা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালায় আলোচকবৃন্দ বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের অধিক উন্নয়নের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এরূপ সক্ষমতা দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে।

২.৫ বিএসইসি এবং গ্রামীণফোন-এর শীর্ষ নির্বাহীগণের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান

কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়ের সাথে গ্রামীণফোন-এর শীর্ষ নির্বাহীবৃন্দ

২০২৪ সালের ২২ অক্টোবর বিএসইসি ভবনে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাথে গ্রামীণফোনের শীর্ষ নির্বাহী-বৃন্দের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ এবং গ্রামীণফোন-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব ইয়াসির আযমান, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার Mr. Otto Magne Risbakk ও হেড অব ইনভেস্টর রিলেশনস মিস চৌধুরী তাজরিয়ান ইসরাত উপস্থিত ছিলেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সভায় বলেন, বাজার মূলধন বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সর্ববৃহৎ কোম্পানি গ্রামীণফোন। একই সাথে এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন অপারেটর। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও বিকাশে অতীতে গ্রামীণফোনের ইতিবাচক ভূমিকা আগামীতেও দেশের পুঁজিবাজারকে ফলপসূকরণে অনুরূপ অবদান পালন করবে আমাদের প্রত্যাশা। দেশের বৃহত্তম মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন অপারেটর হিসেবে গ্রামীণফোন দেশের সর্বত্র সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে সরাসরি ও দ্রুত যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে বিনিয়োগ শিক্ষা বিষয়ে বিএসইসি ও গ্রামীণফোন যুগপৎ কাজ করবে।

উক্ত সভায় দেশের পুঁজিবাজারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভায় বক্তারা গ্রামীণফোনের বিদ্যমান বাজার এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সুযোগ-সম্ভাবনা, পুঁজিবাজারের বিভিন্ন বিষয়, উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা তথা আস্থা বৃদ্ধি, দেশে বিনিয়োগ শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। সর্বোপরি, বৈঠকে দেশে বিনিয়োগ শিক্ষার প্রসার ও বিনিয়োগকারীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেক্ষেত্রে গ্রামীণফোনের সহযোগিতার বিষয়ে আলোচিত হয়।

২.৬ ‘Develping the Mutual Fund Industry in Bangladesh’ সভা আয়োজন

২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর বিএসইসি ভবনে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের উদ্যোগে এবং পুঁজিবাজারে কর্মরত অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধির অংশগ্রহণে ‘Develping the Mutual Fund Industry in Bangladesh’ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিএসইসি'র কমিশনারগণ, কর্মকার্তাবৃন্দ এবং দেশের পুঁজিবাজারে কর্মরত অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তথা শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কমিশনের সাথে মতবিনিময় সভায় পুঁজিবাজারে কর্মরত অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ

সভাপতির বক্তব্যে কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি দেশের পুঁজিবাজারে মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের গুরুত্বের কথা উল্লেখপূর্বক বলেন, ‘মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাত পুঁজিবাজারের সম্মুখভাগে থাকা উচিত। কারণ, এটি পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীর জন্য উত্তম বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এ খাতে বিনিয়োগ দক্ষ ও অভিজ্ঞ ফান্ড ম্যানেজারদের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে আসে। ফলে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিনিয়োগ অধিক সুরক্ষা লাভ করে। বাংলাদেশের মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতকে যথাযথ গঠন ব্যতীত পুঁজিবাজার আগামীতে অগ্রসর হতে পারবে না। এ খাতের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর এবং এক্ষেত্রে টেকসই সমাধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএসইসি কাজ করছে। এ সংস্থা সংশ্লিষ্ট সহায়তা প্রদানে আগ্রহী। তিনি মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে কাজের উপরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন , সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ইচ্ছার মাধ্যমে ভবিষ্যতে দেশে মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হবে।

আলোচ্য সভায় পুঁজিবাজারে কর্মরত অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের বর্তমান পরিস্থিতি ও সংস্কারসহ অন্যান্য সংশিষ্ট বিষয় সম্পর্কে মতামত ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। সভায় বিভিন্ন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণে মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। সভায় মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজীকরণ, পুঁজিবাজারের বিদ্যমান বিভিন্ন রুলস ও রেগুলেশনের প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়ন ও যুগোপযোগীকরণ, বহুজাতিক কোম্পানিসহ উত্তম মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ, পুঁজিবাজারকে বিনিয়োগবান্ধবে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতে সংশিষ্ট করের ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন, বিনিয়োগ শিক্ষার মাধ্যমে মিউচ্যুয়াল ফান্ড প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণে মুনাফা এবং মূলধনী লাভসহ বিনিয়োগের প্রত্যাবাসন সহজীকরণ, মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের প্রচার বৃদ্ধির মাধ্যমে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগের মাধ্যমে এই খাত সংশিষ্টদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, পুঁজিবাজারের মিউচ্যুয়াল ফান্ডের জন্য নীতিসহায়তা প্রদান এবং নীতি সম্পৃক্ত সংস্কারের জন্য সংশিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার (বিশেষত বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর ও বিএসইসি) সমন্বিত উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ, বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা ও আস্থা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়।

আলোচ্য সভায় দেশের পুঁজিবাজারে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নে একসাথে কাজের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। একইসাথে তারা পুঁজিবাজারের বিদ্যমান সংকট নিরসন ও সংস্কারের প্রক্রিয়ায় বিএসইসি'র গৃহীত উদ্যোগসমূহের প্রশংসা এবং সাধুবাদ জানান। সর্বোপরি সভায় সকলের প্রত্যাশা আশাপূবক বলা হয়, আগামীতে দেশের মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং টেকসই সংস্কার ও উন্নয়ন হেতু পুঁজিবাজারের সামগ্রিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হবে বলে।

২.৭ 'বাংলাদেশে কমোডিটি ডেরিভেটিভস চালুকরণের সম্ভাবনা ও আইনি কাঠামো' কর্মশালা আয়োজন

২০২৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর কমিশনের মাল্টিপারপাস হলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের উদ্যোগে 'বাংলাদেশে কমোডিটি ডেরিভেটিভস চালুকরণের সম্ভাবনা ও আইনি কাঠামো' কর্মশালা আয়োজিত হয়। বিএসইসি'র কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখের সভাপতিত্বে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত এই কর্মশালায় বিএসইসি'র নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ এবং অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি, বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস ও বিআইসিএম ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

'বাংলাদেশে কমোডিটি ডেরিভেটিভস চালুকরণের সম্ভাবনা ও আইনি কাঠামে' কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

বিএসইসি'র কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ কর্মশালায় আগত সকলকে ধন্যবাদ এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বাংলাদেশে কমোডিটি এক্সচেঞ্জের সমূহ সম্ভাবনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে কমোডিটি ডেরিভেটিভসের সফলতার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বপ্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ অতি জরুরি। বাংলাদেশে কমোডিটি ডেরিভেটিভসের সম্ভাবনার মাধ্যমে দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন সাধনে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা কামনা করেন।

কর্মশালায় বিএসইসি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম 'বাংলাদেশে কমোডিটি ডেরিভেটিভস চালুকরণের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ এবং আইনি কাঠামো' শিরোনামে মূল বক্তব্য উত্থাপন করেন। এছাড়া, কর্মশালায় বিএসইসি'র পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসানের সঞ্চালনায় 'কমোডিটি ডেরিভেটিভ চালুকরণের সম্ভাবনা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকি' প্যানেল-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় প্যানেল-আলোচক হিসেবে বিএসইসি'র পরিচালক জনাব মোঃ আবুল কালাম, সিসিবিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফরহাদ আহমেদ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-এর General Manager ও COO (In-charge) জনাব মোঃ ছামিউল ইসলাম, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. সাইফুর রহমান মজুমদার অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় ডেরিভেটিভস ও ডেরিভেটিভস মার্কেট, কমোডিটি এক্সচেঞ্জের প্রোডাক্ট ও লেনদেন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, বাংলাদেশে কমোডিটি ডেরিভেটিভস মার্কেটের সুযোগ-সম্ভাবনা, এক্সচেঞ্জে কমোডিটি ডেরিভেটিভের ট্রেডিং মেকানিজম, কমোডিটি ডেরিভেটিভসমূহের ট্রেডিং-এর ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া, আলোচ্য কর্মশালায় বাংলাদেশে কমোডিটি ডেরিভেটিভস মার্কেট চালুর ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য সমাধানসমূহ, বাংলাদেশে কমোডিটি ডেরিভেটিভের বাজারের অংশীজন, কমোডিটি এক্সচেঞ্জ বিধিমালাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এই কর্মশালার অংশীজন তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

২.৮ 'মহান বিজয় দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে বিএসইসি'র আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর কমিশনের সভাকক্ষে 'মহান বিজয় দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সকল গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণে আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে উক্ত সভার সূচনা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ প্রধান অতিথি ছিলেন। এছাড়া, বিএসইসি'র কমিশনারবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ এবং সংস্থার 'মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটি-২০২৪'-এর সদস্যবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের অন্যান্য কর্মচারী অনলাইনের মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদসহ বিএসইসি'র কমিশনারবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন। সভায় বিজয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, সভায় মুক্তিযুদ্ধে শহিদের আত্মত্যাগসহ সকলের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়।

'মহান বিজয় দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে বিএসইসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ

আলোচনার শেষে স্বাধীনতাযুদ্ধের সকল শহিদের মাগফেরাত এবং দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় দোয়া করা হয়। আলোচনা সমাপনান্তে বিএসইসি'র পক্ষ হতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের সকল বীর শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হয়।

২.৯ বিএসইসি এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান

২০২৪ সালের ২০ অক্টোবর বিএসইসি ভবনে পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কারসহ বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর মধ্যে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী ও জনাব ফারজানা লালারুখ, বিএসইসি'র কর্মকার্তাবৃন্দ এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবুল হোসেনসহ শীর্ষ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসইসি এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ

সভার সভাপতি কমিশনের চেয়ারম্যান অংশগ্রহণকারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও কল্যাণের কেন্দ্রেবিন্দুতে সংস্কার রয়েছে। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের টেকসই ও যথাযথ সংস্কারের জন্য বিএসইসি'র গঠিত টাস্কফোর্স স্বাধীনভাবে কাজ করছে। তিনি সংস্কার-পরিকল্পনায় টাস্কফোর্সের অধীন পুঁজিবাজার সংশিষ্ট ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কয়েকটি ফোকাস গ্রুপ কাজ করবে। তিনি বলেন, দেশের পুঁজিবাজারের সবচেয়ে বড়ো বিনিয়োগকারী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সরকারি মালিকানাধীন বিনিয়োগ কোম্পানি হিসেবে দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নে আইসিবিকে বিশেষ অবদান পালন করতে হবে। পুঁজিবাজারের উন্নয়নে ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। পুঁজিবাজারের টেকসই ও যথাযথ সংস্কার সাধনে আইসিবি সক্রিয়, দায়িত্বশীল ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে-তিনি সভায় এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দেশের পুঁজিবাজারের টেকসই উন্নয়নে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিকাশ এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি জরুরি। তিনি দেশে মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে অধিক জনপ্রিয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইসিবিকে অধিক উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে বিএসইসি'র উদ্যোগের প্রশংসা এবং এতদপ্রসঙ্গে আইসিবির পক্ষ হতে মতামত ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। এ সময় দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নে উন্মুক্ত আলোচনা হয়। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন আলোচক জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে পুঁজিবাজার হতে অর্থসংস্থানের নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, সিকিউরিটিজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ট্রেক হোল্ডারস মার্জিন রেগুলেশন্সের সংস্কার, গ্রাহকের সমন্বিত ব্যাংক হিসাবের সুদ বন্টন সংশিষ্ট বিধিমালার সংস্কার, ব্রোকারেজ কমিশনের যুক্তিসঙ্গত নিম্নসীমা নির্ধারণ, ট্রেজারি বন্ডের লেনদেন ও সুদপ্রদান সহজীকরণ, দেশে বিদ্যমান সরকারি ও বহুজাতিক কোম্পানিসমূহকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ, মার্কেট মেকার কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন, স্টক ব্রোকারের মাধ্যমে ট্রেজারি বিলের অকশনে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-পর্যটন খাতের উন্নয়নে বিশেষায়িত বন্ড-গ্রিন ফাইন্যান্সিংসহ ইকোনোমিক জোনভিত্তিক বিভিন্ন প্রোডাক্ট/সেবা চালু, সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেনের ক্ষেত্রে শেয়ার সেটেলমেন্টের সময়সীমার সংস্কার, পুঁজিবাজারের করসংক্রান্ত নীতির সংস্কার ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করেন। পুঁজিবাজারে সুষ্ঠু মৌল ভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানি তালিকাভুক্তি ও নতুন পণ্য আনয়নে আইসিবির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে সভায় উল্লেখ করেন। এছাড়া, দেশের মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের উন্নয়নে আইসিবি কয়েকটি কৌশলগত প্রস্তাবনা সভায় উত্থাপন করেন।

বিএসইসি পুঁজিবাজারের সার্বিক সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত, অংশগ্রহণ এবং অংশীজনদের সহযোগিতায় একটি স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে বিএসইসি নিরলসভাবে কাজ করছে।

২.১০ বিএসইসি ও ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর মধ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান

২০২৪ সালের ২৮ অক্টোবর কমিশন ভবনে পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কারের বিষয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ-এর শীর্ষ প্রতিনিধিদের মধ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনার জনাব মোঃ আলী আকবর ও জনাব ফারজানা লালারুখ এবং ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ফোরকান উদ্দীনসহ অন্যান্য প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বিএসইসি'র এবং ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ

সভার সূচনা বক্তব্যে কমিশনের চেয়ারম্যান অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বিএসইসি মেধাভিত্তিক পুঁজিবাজার গঠনে কাজ করছে। পুঁজিবাজারে নিরীক্ষকদের কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন, তাঁদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বাজারে স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। তিনি পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারে নিরীক্ষা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বতন্ত্র অবস্থানে যথাযথ ভূমিকা পালনে আহ্বান জানান। তিনি পুঁজিবাজারকে অর্কেস্ট্রাস্বরূপ তুলনাপূর্বক বলেন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, এক্সচেঞ্জ, তালিকাভুক্ত কোম্পানি, বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহসহ সকল অংশীজনের সমন্বয়ে পুঁজিবাজার কাঠামোর সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই বাজার পরিচালিত হয়। তিনি দেশের পুঁজিবাজারকে ইতিবাচক অবস্থানে পৌছানোর জন্য সকলকে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ এবং উন্নয়ন ও সংস্কারে যথাযথ ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানান । তিনি আলোচনায় পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সুরক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ-এর শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। এ সময় দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে নিরীক্ষা সংস্থা ও নিরীক্ষকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব, নিরীক্ষা কার্যক্রমে বিদ্যমান সংকট, প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়সহ বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা হয়। মতবিনিময় সভায় পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোতে সুশাসন নিশ্চিতকরণ, পরিচালকদের অধিক দায়িত্বশীল ও নিয়োগের প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, কোম্পানির আর্থিক বিবরণী তৈরিতে কোম্পানির সিএফও'দের অধিক দায়িত্বশীল, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির সাথে যথাযথ আর্থিক প্রতিবেদন নিশ্চিতকরণ, বাংলাদেশে উচ্চমানের আর্থিক প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষার বিকাশ সাধন, সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, সততা ও নৈতিক মান নিশ্চিতকরণ, সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছভাবে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিতকরণ, বাজার সংশ্লিষ্টদের জন্য হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিশেষায়িত ও পেশাদার প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ, নিরীক্ষকদের দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন, পুঁজিবাজারে নীতিসহায়তার জন্য সংশিষ্ট সকল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সরকারি সংস্থার মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ, পুঁজিবাজারে পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ, মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের সংস্কার ও উন্নয়ন, পুঁজিবাজারকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মূল উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রস্তাবনা উত্থাপিত হয়েছে। সভায় ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের টেকসই উন্নয়ণ ও সংস্কারে নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে একযোগে কাজের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সর্বোপরি, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও সংকটসমূহ উত্তরণে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে বিএসইসি নিরলসভাবে কাজ করছে।

২.১১ বিএসইসি ও ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি)'র মধ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান

২০২৪ সালের ১৫ অক্টোবর বিএসইসি ভবনে পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কার বিষয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ-এর শীর্ষ প্রতিনিধিগণের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান, কমিশনারবৃন্দ, কর্মকার্তাগণ এবং আইসিএসবি'র শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসইসি ও ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ মধ্যকার মতবিনিময় সভা

সভার সূচনায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে বাজার সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন তথা অংশীজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করা অত্যন্ত জরুরি। দেশের পুঁজিবাজারের টেকসই সংস্কারের জন্য বিএসইসি'র টাস্কফোর্স গঠন এবং উক্ত কার্যক্রম পুঁজিবাজারে সর্বাঙ্গীন সংস্কারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কাজ করেছে। তিনি তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোতে কোম্পানি সচিবদের পেশাদার ও দায়িত্বশীল ভূমিকার মাধ্যমে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিতকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের সঠিক পরিপালনের মাধ্যমে পুঁজিবাজার ও তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোতে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

সভায় আইসিএসবি'র শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কার বিষয়ে মতামত ও প্রস্তাবনা উপস্থাপনা করেন। এ সময় দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ণ ও বিকাশে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোতে নিয়োজিত চার্টার্ড সচিবগণের ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভায় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোতে কর্পোরেট গভর্নেন্স নিশ্চয়তা, কোম্পানিগুলোতে স্বাধীন পরিচালকদের নিয়োগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংস্কার, প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে কোম্পানিগুলোতে কর্মরত চার্টার্ড সেক্রেটারিজ বা কোম্পানি সচিবদের দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ণ, কোম্পানির অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিশ্চিতকরণে কোম্পানি সেক্রেটারিদের অধিকতর দায়িত্বশীল, কোম্পানির লভ্যাংশ বিতরণসহ নানা ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে কোম্পানি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রস্তাবনা উত্থাপিত হয়। আলোচনায় পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডার বা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের পূর্ণ সুরক্ষায় করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন নিশ্চিতের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে সুষ্ঠু বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় আইসিএসবি'র প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের টেকসই উন্নয়ন ও সংস্কারে নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে কাজের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

পুঁজিবাজারের সার্বিক সংস্কার বিষয়ে বিএসইসি পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও অংশীজনের সাথে মতবিনিময় করছে। সর্বোপরি, দেশের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত ও অংশগ্রহণ এবং অংশীজনের সহযোগিতায় স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে বিএসইসি নিরলসভাবে কাজ করছে।

২.১২ বিএসইসি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ-এর বোর্ড সদস্যগণ, শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ট্রেকহোল্ডার কোম্পানিসমূহের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠান

২০২৪ সালের ২১ অক্টোবর চট্টগ্রামস্থ সিএসই'র কার্যালয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ-এর বোর্ড সদস্যগণ ও শীর্ষ কর্মকর্তাগণের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, বিএসইসি'র কমিশনারবৃন্দ ও কর্মকার্তাবৃন্দ এবং সিএসই'র চেয়ারম্যান জনাব একেএম হাবিবুর রহমান-এর নেতৃত্বাধীন বোর্ড সদস্যগণ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম. সাইফুর রহমান মজুমদার ও শীর্ষ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিএসই'র পক্ষে সচিত্র উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে, সিএসই'র বর্তমান অবকাঠামো, জনবল, কর্মকাণ্ডসহ বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যত সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ, করণীয় ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। এতে দেশের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় কমোডিটি এক্সচেঞ্জ ও ডিরেভেটিভস, সংস্কারসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিএসইসি ও সিএসই'র ট্রেকহোল্ডার কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ মধ্যকার মতবিনিময় সভা

সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান সভাপতির বক্তব্য বলেন, দেশের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু এবং নৈতিক সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হবে সবার স্বপ্ন পুঁজিবাজার। এ লক্ষ্যে সমৃদ্ধ ও সফল পুঁজিবাজার গঠনে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি'র সাথে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন কাজ করবে। পুঁজিবাজারের বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে হয়তো দ্রুত সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংস্কার। এ সংস্কার এককভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সেজন্য সকলের মতামত গ্রহণ এবং ক্রমশ আইন ও নিয়মের মধ্যে এই সংস্কার সম্পন্ন করা হবে।

এছাড়া, সিএসই'র ট্রেকহোল্ডার কোম্পানিসমূহ এবং স্থানীয় অংশীজনের সাথে বিএসইসি'র পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ট্রেক-হোল্ডার কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ বিএসইসি'র নিকট বিভিন্ন মতামত উপস্থাপন এবং ভবিষ্যতে দেশে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ পুঁজিবাজারের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। বাজারে সুশাসন নিশ্চিতকরণ, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে করণীয়, পাবলিক ইস্যু ও মার্জিন রুলের সংস্কারসহ পুঁজিবাজারের বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সময় বিএসইসি'র চেয়ারম্যানসহ কমিশন প্রস্তাবসমূহ সার্বিক বিবেচনাপূর্বক সংস্কারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

দেশের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত ও অংশগ্রহণ এবং অংশীজনের সহযোগিতায় স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার তৈরিতে বিএসইসি নিরলসভাবে কাজ করছে। চট্টগ্রাম নগরীতে সিএসই'র বোর্ড ও ম্যানেজমেন্ট এবং সিএসই ট্রেকহোল্ডারগণ ও স্থানীয় অংশীজনদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত বিএসইসি'র ফলপ্রসূ সভা বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে সুফল বয়ে আনবে-এমনটিই সকলের প্রত্যাশা।

২.১৩ চট্টগ্রামে বিএসইসি ও চট্টগ্রামভিত্তিক বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীসমূহের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠান

২০২৪ সালের ২১ অক্টোবর চট্টগ্রামের র‍্যাডিসন ব্লু হোটেলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও চট্টগ্রামভিত্তিক বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, কমিশনারবৃন্দ ও কর্মকার্তাগণ এবং পিএইচপি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব সুফি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, বিএসআরএম গ্রুপ অফ কোম্পানিজের চেয়ারম্যান জনাব আলী হোসাইন আকবর আলী এফসিএ, প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীরসহ অন্যান্য স্থানীয় উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

বিএসইসি ও চট্টগ্রামভিত্তিক বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীসমূহের মধ্যকার সভায় প্রতিনিধবৃন্দ

এই সভায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে উত্তম মৌল ভিত্তিসম্পন্ন শীর্ষস্থানীয় ও স্বনামধন্য কোম্পানি এবং গ্রুপের সংশ্লিষ্ট বাজারে আনয়নকল্পে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত অনেক শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা রয়েছে। আলোচ্য সভায় চট্টগ্রামের স্থানীয় বৃহৎ শিল্প গ্রুপসমূহের অধীন শক্তিশালী ভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। এ সময় পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তিতে বিভিন্ন বিষয়, সংশ্লিষ্ট ভুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা, ব্যাংকের পরিবর্তে পুঁজিবাজারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন ও মূলধন সংগ্রহ, তালিকাভুক্তির মাধ্যমে সুষ্ঠু ভিত্তির কোম্পানিগুলোর ব্যবসা সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ বলেন, দীর্ঘকাল এসব কোম্পানি সাফল্য ও সুনামের সঙ্গে দেশে ব্যবসারত এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যার ধারাবাহিকতায় দেশের পুঁজিবাজারেও তাদের অংশগ্রহণ একান্ত কাম্য। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাজার দেশের অর্থনীতির মূল প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বাজারকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী এবং দেশের শিল্পায়ন ও টেকসই উন্নয়নকে অধিকতর গতিশীল করা সম্ভব। তাই, দেশের পুঁজিবাজারে সুষ্ঠু মৌল ভিত্তিসম্পন্ন শীর্ষস্থানীয় ও স্বনামধন্য কোম্পানি এবং গ্রুপকে তালিকাভুক্তকরণে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি বিশেষ গুরুত্বসহকারে কাজ করছে। তিনি জানান, এক্ষেত্রে বিএসইসি সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদানে প্রস্তুত।

সভায় পিএইচপি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব সুফি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে আইননুযায়ী নিয়মমাফিক ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে বেসরকারি খাতেও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালন করা সম্ভব। এ কাজ পিএইচপি গ্রুপ সুনামের সাথে দীর্ঘদিন সম্পন্ন করছে। বিএসআরএম গ্রুপ অফ কোম্পানিজের চেয়ারম্যান জনাব আলী হোসাইন আকবর আলী বলেন, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি কোম্পানিগুলোর স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন নিশ্চিত করে। প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর বলেন, দেশে তৈরিপোশাক খাতের কোম্পানিগুলোর ব্যবসা পরিচালনায় বিরাট অঙ্কের চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে, বিদ্যমান পুঁজিবাজার হতে মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধিমালার অধীনে পুঁজির ব্যবহার সংক্রান্ত জটিলতার সংস্কার হলে তৈরিপোশাক খাতের কোম্পানিসমূহের জন্য পুঁজিবাজার হতে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি এই খাতে সুফল বয়ে আনবে।

বিএসইসি'র প্রত্যাশা, এই ফলপ্রসূ বৈঠক ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে ভবিষ্যতে উত্তম ভিত্তির কোম্পানির তালিকাভুক্তি হবে।

২.১৪ পুঁজিবাজারের সার্বিক সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে বিএসইসি এবং ডিবিএ, বিএমবিএ, এসিআরএবি, বিএপিএলসি, এফআরসি, আইসিএবি ও আইসিএমএবি-এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান

২০২৪ সালেন ০১ অক্টোবর কমিশন ভবনে পুঁজিবাজারের সার্বিক সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে বিএসইসি এবং ডিবিএ, বিএমবিএ, এসিআরএবি, বিএপিএলসি, এফআরসি, আইসিএবি ও আইসিএমএবি'র শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান, কমিশনারবৃন্দ ও নির্বাহী পরিচালকগণ এবং উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসইসি এবং ডিবিএ, বিএমবিএ, এসিআরএবি, বিএপিএলসি, এফআরসি, আইসিএবি ও আইসিএমএবি'র শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ

আলোচ্য সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান দেশের পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা: ডিএসই, সিএসই, সিডিবিএল, ইস্যুয়ার বা তালিকাভুক্ত কোম্পানি, স্টক ব্রোকার ও ডিলার প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট ব্যাংক, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি, সম্পদ ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান, নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষা সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণে দায়বদ্ধ সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফআরসি ইত্যাদি স্বীয় অবস্থানে যথাযথভাবে ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটি সমৃদ্ধ ও সফল পুঁজিবাজার গঠনে বিএসইসিসহ পুঁজিবাজারে সম্পৃক্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে স্বীয় অবস্থান নিয়মমাফিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন এবং সংশ্লিষ্ট বাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারে অবদান পালন করবে।

সভায় ডিবিএ, বিএমবিএ, এসিআরএবি, বিএপিএলসি, এফআরসি, আইসিএবি ও আইসিএমএবি'র শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের সার্বিক সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। এ সময় দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বিদ্যমান বিভিন্ন অন্তরায় তথা প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন বিষয় যথা: তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান, বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজনসহ পুঁজিবাজার রেগুলেটরি কাঠামোর সংস্কার, পুঁজিবাজারের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, সিকিউরিটিজ আইনের যথাযথ পরিপালন বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির সাথে যথাযথ আর্থিক প্রতিবেদন নিশ্চিতকরণ, বিনিয়োগ শিক্ষার প্রসার ও বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ, পুঁজিবাজার বিষয়ে উন্নতমানের গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ ও উৎসাহিতকরণে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের আলোকে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ, আইপিও লিস্টিং-এর রুলস ও আইপিও অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিরেক্ট লিস্টিংকরণের প্রক্রিয়া পুনরায় চালুকরণ, তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর ট্যাক্স বেনিফিট যুক্তিসংগতকরণে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন, লভ্যাংশ ও ক্যাপিটাল গেইনের উপর কর আরোপের নীতির সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং জাতীয় অর্থায়ন কৌশলপত্রে তথা বাজেটে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজারকে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবনা উত্থাপিত হয়। সভার আলোচনায় পুঁজিবাজারের উপর বিনিয়োগ-কারীদের আস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজিবাজারের গঠনমূলক ও টেকসই সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা হয় । সর্বোপরি, দেশের পুঁজিবাজারের সংস্কার ও উন্নয়নে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে স্বীয় অবস্থানে সকলকে কাজের প্রতি গুরুত্বরোপ করা হয়।

২.১৫ পুঁজিবাজারের বিভিন্ন নীতি প্রসঙ্গে বিএসইসি এবং পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স, ডিএসই, সিএসই ও সিডিবিএল-এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠান

২০২৪ সালের ০২ নভেম্বর কমিশন ভবনে বিএসইসি এবং পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স, ডিএসই, সিএসই ও সিডিবিএল-এর মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান, কমিশনারবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণ, পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সকল সদস্য এবং ডিএসই'র এমডির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল, সিএসই'র সিআরও-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ও সিডিবিএল-এর এমডির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন।

পুঁজিবাজারের বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিএসইসি এবং পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স, ডিএসই, সিএসই ও সিডিবিএল-এর মধ্যকার সভায় প্রতিনিধিবৃন্দ

সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান বলেন, পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও কল্যাণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সংস্কারের জন্য বিএসইসি কাজ করছে। সকলের সমন্বয়ে বাজারের জন্য সুষ্ঠু কাজ সম্পন্ন করতে চাই। বিনিয়োগকারীদের কল্যাণ বিবেচনায় বিএসইসি বাজারে ক্যাপিটাল গেইনে আরোপিত করহার হ্রাসের বিষয়ে সরকার এবং এনবিআরের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী। বিষয়টির সমাধানে বিএসইসি'র উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। তিনি অতি দ্রুত এ বিষয়ে সংস্থার প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, পুঁজিবাজারের সার্ভেইল্যান্স ব্যবস্থায় উন্নয়নে বিএসইসি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার আধুনিকায়নে বিশ্বব্যাংকের সাথে আলোচনা হয়েছে।

সভায় সাধারণ বিনিয়োগকারী এবং পুঁজিবাজারের উন্নয়নে এই বাজারের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে বিএসইসি, পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স, ডিএসই, সিএসই ও সিডিবিএল-এর মধ্যে আলোচনা হয়। এতে পুঁজিবাজারের বিদ্যমান করনীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার, পুঁজিবাজারের সার্ভেইল্যান্সের মানোন্নয়ন ও অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিচারের আওতায় আনয়নসহ এ-ব্যবস্থার সংস্কার এবং পুঁজিবাজারের বিদ্যমান শেয়ার লেনদেন নিস্পত্তির সময়কে দ্রুত ও বিনিয়োগকারীসহ বাজার সংশ্লিষ্টদের জন্য সুবিধাজনক করার বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা হয়। এ সভায় পুঁজিবাজারের অনিয়ম রোধ এবং কারসাজিকারীদের শাস্তি প্রদানে সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম আধুনিকায়ন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় সভায় উপস্থিত সকলে বিএসইসি'র পাশাপাশি এক্সচেঞ্জসমূহের সার্ভেইল্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম জোরদারকরণের মতামত প্রদান করেন। আলোচ্য সভায়, বাজারে প্রাইস ম্যানুপুলেশন ও ইনসাইডার ট্রেডিংসহ অন্যান্য অনিয়ম রোধকল্পে বিএসইসি, ডিএসই, সিএসই সকলের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়।

এ সভায় পুঁজিবাজারের বিদ্যমান শেয়ার লেনদেনের দ্রুত এবং বিনিয়োগকারীসহ বাজার সংশ্লিষ্টদের জন্য সুবিধাজনক উপায় গ্রহণ ও প্রক্রিয়াসহ সুবিধা-অসুবিধা ও ফলাফল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত বিষয়ে ডিএসই, সিএসই, সিডিবিএল, পুঁজিবাজারের ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিসহ বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় উপস্থিত সকলে দেশের পুঁজিবাজারকে সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে ইতিবাচক অবস্থানে পৌছানোর জন্য সকলকে একসাথে কাজের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

২.১৬ বিএসইসি এবং পুঁজিবাজারের শীর্ষস্থানীয় মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজারগণের মধ্যকার মতবিনিময় সভা আয়োজন

২০২৪ সালের ২৩ অক্টোবর কমিশন ভবনে পুঁজিবাজারের শীর্ষস্থানীয় মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজারদের সাথে বিএসইসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিএসইসি'র কমিশনারবৃন্দ, কর্মকার্তাবৃন্দ এবং দেশের পুঁজিবাজারের শীর্ষস্থানীয় মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তথা শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভার সূচনা বক্তব্যে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, 'বিএসইসি আগামী এক দশকে দেশের পুঁজিবাজারকে নতুন উচ্চতায় আনয়নে প্রয়োজনীয় সংস্কারের রূপরেখা তৈরিতে কাজ করছে। আমরা সংস্কারের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। নতুন কমিশনের কাজের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সংস্কার। দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও কল্যাণের স্বার্থে পুঁজিবাজারের অংশীজনের প্রত্যেককে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপালনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে।' তিনি বলেন, দেশের পুঁজিবাজারের সংস্কারের জন্য বিএসইসি গঠিত টাস্কফোর্স সর্বাঙ্গীন সংস্কারের বিষয়ে পুঁজিবাজারে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে একসাথে কাজ করবে। তিনি বলেন, টাস্কফোর্সের অধীন বিভিন্ন থিমে ফোকাস গ্রুপ গঠন এবং সেসব ফোকাস গ্রুপে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি ও অংশীজনরা অন্তর্ভুক্ত হবেন। তিনি জানান, পুঁজিবাজারের সংস্কার ও টাস্কফোর্সের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে। সংস্কারে সাময়িক অনেক সমস্যা উদ্ভূত হলেও সংস্কারের পর পুঁজিবাজারের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত বলে তিনি সভায় মন্তব্য করেন।

মতবিনিময় সভায় বিএসইসি এবং পুঁজিবাজারের শীর্ষস্থানীয় মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজারবৃন্দ

সভার সমাপনী বক্তব্যে বিএসইসি'র কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ বলেন, পুঁজিবাজারের অংশীজনের সকলের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই বাজারের উন্নয়ন ও সংস্কার সম্ভব। সকলের পরামর্শ ও মতামত বিএসইসিকে অবহিত করুন। বিএসইসি আপনাদের সব সহায়তা প্রদানে প্রস্তুত রয়েছে। তিনি বলেন, সকলের অংশগ্রহণ ও প্রচেষ্টায় ভবিষ্যতে পুঁজিবাজারের সুদিন আসবে। তিনি দেশের পুঁজিবাজারের ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের প্রচলনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজারদের শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি ও সংস্কারসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে মতামত উত্থাপন করেন। সভায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন নিশ্চিতকল্পে পুঁজিবাজারে উত্তম বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা হয়। পুঁজিবাজারের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির বিষয়টি সভার আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। সভায় বিভিন্ন বিষয় যথা: বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ শিক্ষার প্রসার ও বিকাশের নিশ্চিতকরণ, পুঁজিবাজারের তারল্য বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট নীতি-সহায়তার উদ্যোগ গ্রহণ, আইপিও সংক্রান্ত রুলসের সংস্কার ও আইপিও অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজীকরণ, আইপিও'র মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কার, স্বনামধন্য বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তালিকাভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ, মার্জিন রুলের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণে বিভিন্ন কর ছাড়সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত সংস্কার, লভ্যাংশ ও ক্যাপিটাল গেইনের উপর আরোপিত কর নীতিসহ বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ, দেশে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বন্ড প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ ও বন্ড বাজারের উন্নয়নে পদক্ষেপ, বিদেশি বিনিয়োগকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ এবং বিশ্বের অন্যান্য আধুনিক পুঁজিবাজারের অনুকরণে দেশের পুঁজিবাজারে বিভিন্ন আধুনিক ও যুগোপযোগী উপাদান সংযোজনের প্রস্তাবনা অগ্রাধিকার লাভ করে। সভায় মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজারদের প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের বিদ্যমান সংকটসমূহ নিরসন ও সংস্কার প্রক্রিয়ায় বিএসইসি'র সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

২.১৭ বিএসইসি ও পুঁজিবাজারের শীর্ষস্থানীয় ব্রোকারেজ হাউজসমূহের প্রতিনিধিগণের মতবিনিময় মধ্যকার সভা অনুষ্ঠান

২০২৪ সালের ২৩ অক্টোবর কমিশন ভবনে পুঁজিবাজারের শীর্ষস্থানীয় ব্রোকারেজ হাউজসমূহ ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় বিএসইসি'র কমিশনারবৃন্দ ও কর্মকার্তাবৃন্দ এবং দেশের পুঁজিবাজারের ব্রোকারেজ হাউজসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তথা শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভার সূচনা বক্তব্যে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, 'বিএসইসি পুঁজিবাজারের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাগুলোর সাময়িক সমাধানসহ বিশ্বমানের যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে টেকসই ও নিশ্চিত সমাধানে কাজ করছে। এজন্য কমিশন পুঁজিবাজারের সংস্কারে টাস্কফোর্স গঠন এবং ফোকাস গ্রুপের মাধ্যমে বাজারের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামত ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকল্পে সংস্কারের রূপরেখা তৈরি হবে। ভবিষ্যতে বিএসইসি দেশের পুঁজিবাজারের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বাজাররে ইতিবাচক ভূমিকা সাধিত হবে।' তিনি সভায় বলেন, পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারীদের সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতপূর্বক সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা এবং এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাজারে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে। তিনি সিকিউরিটিজ আইনের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিতকল্পে সকল অনিয়ম দূরপূর্বক দেশের পুঁজিবাজারকে বিশ্বমানের ও মেধাভিত্তিক করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

বিএসইসি'র সাথে মতবিনিময় সভায় পুঁজিবাজারের শীর্ষস্থানীয় ব্রোকারেজ হাউজসমূহের প্রতিনিধিনিবৃন্দ

সভায় ব্রোকারেজ হাউজসমূহের শীর্ষ প্রতিনিধি দেশের পুঁজিবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি ও সংস্কারসহ অন্যান্য সংশিষ্ট বিষয় সম্পর্কে মতামত ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন । স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণে পুঁজিবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির বিষয়টি সভায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। সভায় পুঁজিবাজারে বিদ্যমান বিভিন্ন রুলস ও রেগুলেশনের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন, বহুজাতিক কোম্পানিসহ ভালো মৌল ভিত্তিসম্পন্ন ও সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ, তালিকাভুক্তিতে উৎসাহ বৃদ্ধিতে তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানির করহারের পার্থক্যে সংস্কার আনয়ন, মার্জিন রুলের পুনঃবিবেচনা ও সংস্কার, স্বাধীন পরিচালক সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি, পুঁজিবাজারকে বিনিয়োগ-বান্ধবকরণে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ক্যাপিটাল গেইন ও ডিভিডেন্ড ক্ষেত্রে আরোপিত করের ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন, বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা ও আস্থা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়। এছাড়া, সভার আলোচনায় বিনিয়োগ শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ, বাজার মধ্যস্থতাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পুঁজিবাজারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি-সহায়তা প্রদান এবং নীতি সম্পৃক্ত সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং সরকারে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে পুঁজিবাজারের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপিত হয়।

ব্রোকারেজ হাউজসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নে নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও উদ্যোগসমূহ উপস্থাপন করেন। একইসাথে তারা পুঁজিবাজারের বিদ্যমান সংকটসমূহ নিরসন ও সংস্কারে বিএসইসি'র সাথে একযোগে কাজের আগ্রহ ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সর্বোপরি, অতীতেও পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বোকারেজ হাউজসমূহ গুরত্বপূর্ণ ভূমিক পালন আগামীতেও অব্যাহত থাকবে-এমনটাই সকলের প্রত্যাশা।

২.১৮ পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়নে বিএসইসি ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ডিএসই ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশন (ডিবিএ)-এর প্রতিনিধিগণের মতবিনিময় মধ্যকার সভা অনুষ্ঠান

২০২৪ সালের ১৪ অক্টোবর কমিশন ভবনে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও ডিএসই ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান, কমিশনারবৃন্দ ও নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ এবং ডিএসই ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভার সূচনা বক্তব্যে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান দেশের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে স্ব-স্ব অবস্থানে পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের আহবান জানান। তিনি বলেন, সমৃদ্ধ ও সফল পুঁজিবাজার গঠনে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি-এর সাথে পুঁজিবাজার সম্পৃক্ত সকল অংশীজন প্রতিষ্ঠান এবং সকলের সহযোগিতা ও সমর্থনের মাধ্যমেই এমনটা সম্ভবপর। তিনি জানান, পুঁজিবাজারের সংস্কারের নিমিত্ত বিএসইসি টাস্কফোর্স গঠন এবং উক্ত কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। তিনি সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় বিএসইসি ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ডিএসই ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ

সভায় ডিএসই ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশন-এর শীর্ষ প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। এ সময় দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও সমাধানের বিষয়ে আলোচনা হয়। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন বিষয় যথা: সমন্বিত গ্রাহক হিসাব (সিসিএ)-এর প্রতিবেদন ও সিসিএ প্রাপ্ত মুনাফাসহ অন্যান্য বিষয়ে সংস্কার প্রস্তাব, পুঁজিবাজারের রেগুলেটরি কাঠামোর সংস্কার ও উন্নয়ন, পুঁজিবাজারের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ, আইপিও প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন, পুঁজিবাজারে সমন্বিত ব্যাক অফিস সফটওয়্যার চালুর উদ্যোগ বাস্তবায়ন, পুঁজিবাজারে সঠিক তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিতসহ গুরুত্বপূর্ণ মূল্য সংবেদনশীল তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চয়তা, মার্জিন লোনের সুদহার সংশ্লিষ্ট সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ, পুঁজিবাজারে আরোপিত কর নীতিসম্পৃক্ত সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি উত্থাপিত হয়। সভার আলোচনায় পুঁজিবাজারের উপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজিবাজারের গঠনমূলক ও টেকসই সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। সর্বোপরি, তিনি সভায় দেশের পুঁজিবাজারের সংস্কার ও উন্নয়নে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে স্বীয় অবস্থানে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজের আহবান জানান।

উল্লেখ্য, পুঁজিবাজারের সার্বিক সংস্কারের চলমান প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক দেশের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত ও অংশগ্রহণ এবং অংশীজনদের সহযোগিতায় স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে বিএসইসি কাজ করছে।

২.১৯ বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আগ্রহী টেরা পার্টনার্স ইউএসএ

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে ফরেন পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (এফপিআই) বৃদ্ধিতে টেরা পার্টনার্স ইউএসএ অনুসন্ধান করছে। এই সংস্থার প্রতিনিধি ইয়ার্ডেন মারিয়ামা, সিএফএ, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও বাজার পরিবেশ নিরীক্ষার পর পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে।

২০২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ-এর সাথে টেরা পার্টনার্স ইউএসএ-এর প্রতিনিধি ইয়ার্ডেন মারিয়ামা সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে বিএসইসি'র কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, সিটি ব্যাংক ব্রোকারেজ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এম. আফনান ইউসুফ ও সিটি ব্যাংক ব্রোকারেজ-এর রিসার্চ ও ইনভেস্টমেন্ট হেড জনাব এ. কে. এম. ফজলে রাব্বী সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার ও টেরা পার্টনার্স ইউএসএ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ

সাক্ষাতে বাংলাদেশে ফরেন পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়। এছাড়া টেরা পার্টনার্স ইউএসএ-এর পক্ষ্যে অভিমত প্রকাশ করা হয়, বাংলাদেশে সুষ্ঠু বিনিয়োগ পরিবেশ এবং এদেশের বিনিয়োগ ভবিষ্যত অধিক সম্ভাবনাময়। উল্লেখ্য, টেরা পার্টনার্স ইউএসএ প্রায় ২০ (বিশ) বছর যাবৎ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে।

২.২০ বিএসইসি ও ওয়ালটন গ্রুপের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠিত

২০২৪ সালের ০৭ নভেম্বর কমিশন ভবনে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও ওয়ালটন গ্রুপের শীর্ষ কর্তাদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে বিএসইসি'র কমিশনার জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী ও নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ রেজাউল করিম অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে, ওয়ালটন গ্রুপের পক্ষে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড পিএলসি-এর চেয়ারম্যান জনাব এস. এম. শামসুল আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস. এম. মাহবুবুল আলম, এএমডি ও সিএফও জনাব মোঃ জিয়াউল আলম, সিনিয়র নির্বাহী পরিচালক ও কোম্পানি সচিব জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান জনাব এস. এম. রেজাউল আলম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য বৈঠকে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান বলেন, 'ওয়ালটন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কর ও ভ্যাট দাতাদের অন্যতম এবং দেশের অর্থনীতিতে এর শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। ওয়ালটনের বিভিন্ন খাতের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি রয়েছে। তারা দেশে ও বিদেশে সুনামের সাথে ব্যবসা করছে।' তিনি আরো বলেন, 'পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির সুফল জনসাধারণের নিকট পৌছানোর সুযোগ তৈরি হয়। দেশের বৃহৎ ব্যক্তি-উদ্যোগের কোম্পানি ও গ্রুপগুলো প্রতিষ্ঠানকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে নতুন উচ্চতায় পৌছাতে পারেন। ফলে, প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশের জনসাধারণও উপকৃত হবেন।' তিনি কোম্পানিতে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকরণে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেন। এছাড়া, তিনি দেশের পুঁজিবাজারের সংস্কারে বিএসইসি গঠিত টাস্কফোর্সের উল্লেখপূর্বক বলেন, 'টাস্কফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের সংস্কার বাস্তবায়নে বিএসইসি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে ।'

বিএসইসি'র সাথে মতবিনিময় বৈঠকে ওয়ালটন গ্রুপের শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ

পুঁজিবাজারের স্বার্থে বাজারে উত্তম ভিত্তির কোম্পানির তালিকাভুক্তি প্রয়োজন। এ বিবেচনায় পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি আন্তরিকভাবে কাজ করছে। যার প্রেক্ষিতে বিএসইসি'র সাথে দেশের স্বনামধন্য গ্রুপ ওয়ালটনের শীর্ষ কর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বৈঠকে দেশের অন্যতম বৃহৎ গ্রুপ 'ওয়ালটন'-এর অধীন মৌল ভিত্তিসম্পন্ন বৃহৎ ও লাভজনক কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির উপায় সম্পর্কিত বিষয় প্রসঙ্গে গ্রুপের শীর্ষ কর্তাদের সাথে আলোচনা হয়। উক্ত বৈঠকে পুঁজিবাজারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন, আইপিও অনুমোদন ও তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় এ সময় পুঁজিবাজারে 'ওয়ালটন'-এর ফ্রি ফ্লোট শেয়ার বৃদ্ধি, ব্যাংক ঋণের পরিবর্তে পুঁজিবাজারের মাধ্যমে অর্থায়ন, টেকসই ও গ্রিন বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। একইসাথে ওয়ালটন গ্রুপের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহপূর্বক পুঁজিবাজারে নতুন বিনিয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা হয়।

বিএসইসি দেশের পুঁজিবাজারে ভালো মৌল ভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে বৃহৎ ও স্বনামধন্য গ্রুপগুলোর সাথে নিয়মিতই আলোচনা করছে। এরূপ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে শীঘ্রই ভালো মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির তালিকাভুক্তি সম্ভব হবে বলে- বিএসইসি আশাবাদী।

২.২১ বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের কান্ট্রি ডিরেক্টরের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠান

২০২৪ সালের ১০ অক্টোবর কমিশন ভবনে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ ও বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর Mr. Abdoulaye Seck-এর মধ্যে ফলপ্রসূ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়ের সাথে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ

এই বৈঠকে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ ও কমিশনার জনাব ফারজানা লালারুখ অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভুটানের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাংকের Mr. Abdoulaye Seck এবং বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিস্ট Mr. Toshiaki Ono উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য বৈঠকে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দুপক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়। এ সময় দেশের পুঁজিবাজার সংস্কারের বিভিন্ন বিষয়, সংশ্লিষ্ট বাজারের সম্পূর্ণ পরিকাঠামোতে সুশাসন বৃদ্ধি, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোতে সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং পুঁজিবাজারের অংশীজন প্রতিষ্ঠানগুলোসহ বাজারের সম্পূর্ণ পরিকাঠামোতে আধুনিকায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া, পুঁজিবাজারের সংস্কারের জন্য গঠিত টাস্কফোর্স বিষয়েও উক্ত বৈঠকে আলোচনা হয়। সর্বোপরি, আলোচিত বিষয়সমূহে বিশ্বব্যাংকের কারিগরি ও অংশীদারিত্বমূলক সমর্থন ও সহযোগিতার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

২.২২ বিএসইসি এবং মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও পিএইচপি গ্রুপের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠান

২০২৪ সালের ০৭ অক্টোবর কমিশন ভবনে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও পিএইচপি গ্রুপের শীর্ষ উদ্যোক্তাদের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে বৈঠকে বিএসইসি'র কমিশনারবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ রেজাউল করিম, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোস্তফা কামাল, সিটি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. হাসান এবং পিএইচপি গ্রুপের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আকতার পারভেজ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে দেশের পুঁজিবাজারে সুষ্ঠু ভিত্তিসম্পন্ন শীর্ষস্থানীয় ও স্বনামধন্য কোম্পানি এবং গ্রুপকে তালিকাভুক্তির বিষয়ে অনুপ্রাণিতকরণে দেশের অন্যতম বৃহৎ তিনটি গ্রুপের মালিকদের সাথে আলোচনা হয়। পুঁজিবাজারের স্বার্থে বাজারে এরূপ কোম্পানির তালিকাভুক্তি জরুরি। এ লক্ষ্যে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি আন্তরিকভাবে কাজ করছে। যার প্রেক্ষিতে দেশের অন্যতম বৃহৎ গ্রুপ: মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও পিএইচপি গ্রুপের অধীন শক্তিশালী মৌল ভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির বিষয়ে গ্রুপের উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা হয়। উক্ত বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় যেমন: পুঁজিবাজারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন, তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে কোম্পানির ভ্যালুয়েশন, আইপিও অনুমোদন ও তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও দ্রুত সম্পাদনসহ ইত্যাদি আলোচনা করা হয়।

বিএসইসি'র সাথে বৈঠকরত মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ ও পিএইচপি গ্রুপের প্রতিনিধিবৃন্দ

বৈঠক বিএসইসি'র চেয়ারম্যান বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং শিল্প-বাণিজ্য খাতে মেঘনা, সিটি ও পিএইচপি গ্রুপের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এছাড়া, তারা শুধু বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী হিসেবে সুপরিচিত নন, তাদের অধীন রাসায়নিক, সিমেন্ট, খাদ্য ও ভোগ্যপণ্য, রিয়েল এস্টেট, বীমা, শেয়ার ও সিকিউরিটিজ, ইউটিলিটি, ইস্পাত, মুদ্রণ ও প্যাকেজিং, শিপিং, পাওয়ার ও এনার্জি তথা জ্বালানী, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্যসেবা, স্টিল, গাস, অ্যালুমিনিয়াম, শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং, টেক্সটাইল, পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস, কৃষিজাত পণ্য, লেদার পণ্য, ফিশারিজ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি রয়েছে। এতে ব্যবসার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্রের প্রতিফলন স্পষ্ট। এসব বিভিন্ন খাতের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী কোম্পানিগুলোর দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি একদিকে যেমন দেশের পুঁজিবাজারকে অধিক শক্তিশালী করবে, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বাজারের মাধ্যমে অর্থায়নের ফলে বিভিন্ন খাতের অধিকতর বিকাশের মাধ্যমে দেশের শিল্পায়ন ও উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিতকরণের সুযোগ তৈরি হবে।'

বিএসইসি পুঁজিবাজারে সুষ্ঠু ভিত্তির কোম্পানির তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে দেশের অন্যান্য বৃহৎ গ্রুপের সাথে সভা আয়োজন করবে। এ প্রেক্ষিতে বিএসইসি'র প্রত্যাশা, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে আগামীতে অনুরূপ কোম্পানির তালিকাভুক্তি হবে। এর মাধ্যমে দেশের পুঁজিবাজারে নতুন গতি সঞ্চার এবং বাজার অধিক প্রাণবন্ত রূপ পাবে-সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়। একটি সমৃদ্ধ ও সফল পুঁজিবাজার তৈরি এবং পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কারের নিমিত্ত বর্তমান কমিশন নিরলসভাবে কাজ করছে। সভায় দেশের পুঁজিবাজারে সংস্কার, উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে অবিলম্বে বিনিয়োগকারীরা স্বচ্ছ, গতিশীল ও আধুনিক পুঁজিবাজার পাবে-এরূপ আশা ব্যক্ত করা হয়।

২.২৩ বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনারবৃন্দের বিআইসিএম পরিদর্শন

২০২৪ সালের ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে কমিশনারবৃন্দ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ইনস্টিটিউটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত) জনাব নাজমুছ সালেহীন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণকে স্বাগত জানান।

বিআইসিএম কার্যালয়ে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান, কমিশনারবৃন্দ ও বিআইসিএম-এর কর্মকর্তাগণ

এ সময় বিআইসিএম-এর সহযোগী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব) জনাব ফয়সাল আহমেদ খান বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণকে ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণাসহ সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মহোদয় ইনস্টিটিউট সরেজমিন পর্যবেক্ষণ এবং সকল কর্মচারীর সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় চেয়ারম্যান ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহে সন্তোষ প্রকাশপূর্বক বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং ইনস্টিটিউটের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করেন।

২.২৪ বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনারবৃন্দের বিএএসএম পরিদর্শন

২০২৪ সালের গত ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সকল কমিশনারসহ বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস (বিএএসএম) পরিদর্শন করেন। বিএএসএম-এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত Physical Facilities পরিদর্শন শেষে সংস্থার সকল অনুষদ সদস্য এবং কর্মকর্তাদের সাথে সম্মেলন কক্ষে বিনিয়োগ শিক্ষা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএএসএম-এর কার্যালয়ে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান, কমিশনারবৃন্দ ও বিএএসএম-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মহোদয় বিএএসএম-এর বর্তমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত এবং কার্যক্রমসমূহের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। অতঃপর, কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারবৃন্দ বিএএসএম-এর বর্তমান কার্যক্রম গতিশীলকরণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন:

১. নতুন ও বর্তমান বিনিয়োগকারীদের জন্য বিএএসএম-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বহুলাংশে বৃদ্ধির কথা বলেন। সেজন্য, বিএএসএম ছুটির দিন অঞ্চলভিত্তিক ঢাকা-বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন সম্পন্ন করতে পারে। এভাবে, দেশের বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনয়ন সম্ভব হবে।

২. ঢাকা এবং ঢাকা-বহির্ভূত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশেষকরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পরামর্শ দেন। এ ধরনের প্রশিক্ষণ অনলাইন বা অফলাইন কিংবা উভয় মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৩. বিনিয়োগ শিক্ষা ও পুঁজিবাজার সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্লিপিং কিংবা ভিডিওর মাধ্যমে বিএএসএম-এর অনলাইন প্ল্যাটফর্মে জরুরি ভিত্তিতে আপলোডের নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.২৫ বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনারবৃন্দের সিএমএসএফ ম্যানেজমেন্ট অফিস পরিদর্শন

২০২৪ সালের ১৪ নভেম্বর বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার রাশেদ মাকসুদ-এর নেতৃত্বে কমিশনারবৃন্দ, পরিচালক জনাব মোঃ মনসুর রহমান-সহ সিএমএসএফ ম্যানেজমেন্ট অফিস পরিদর্শন করেন।

সিএমএসএফ কার্যালয়ে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান, কমিশনারবৃন্দ, সিএমএসএফ ম্যানেজমেন্ট-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

সিএমএসএফ-এর চিফ অপারেশনস অফিসার (সিওও) জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন এফসিএ, এফসিএমএ, এফসিএস একটি সচিত্র উপস্থাপনায় ফান্ডের অবস্থা, বিনিয়োগ, অপারেশন ও জনবল সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন।

বিএসইসি চেয়ারম্যানকে অবহিত করা হয়, সিএমএসএফ ৩২৫টি কোম্পানি থেকে ৬৬০ কোটি টাকা নগদ লভ্যাংশ এবং ২২১টি কোম্পানি থেকে ১৩.৯২ কোটি টাকা স্টক লভ্যাংশ গ্রহণ করেছে। এ সময় সিওও জানান, সিএমএসএফ সফলভাবে ৩,৬০০টিরও অধিক বিনিয়োগকারী দাবির নিষ্পত্তি করেছে। এই অর্থের মোট পরিমাণ নগদ ও স্টক সমবায়ে ৩০২ কোটি টাকা, যা বিনিয়োগকারীদের মোট দাবির প্রায় ৯৯%। অপারেশনস বিভাগের প্রধান জনাব ওয়াসি আজম বলেন, এই বিভাগ ডিলিস্টেড কোম্পানির জন্য নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শীঘ্র শুরু করবে।

আলোচনার মূল বিষয় ছিল ফান্ডের নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ, তারল্য চ্যালেঞ্জের সমাধান ও বিনিয়োগকারী সেবার উন্নয়ন। প্রধান সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে দুর্বল ব্যাংক থেকে স্থিতিশীল ব্যাংকগুলোর (বেসরকারি বা সরকারি) নিকট ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) পুনর্বণ্টন, গভর্নমেন্ট ব্যাংক পিএলসির সাথে নতুন ব্যাংক হিসাব খোলা, আইসিবি-এর সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সরকারের তরলতা সহায়তার মাধ্যমে সিএমএসএফের ফান্ড আইসিবি থেকে পুনরুদ্ধার এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশ দাবি প্রক্রিয়াকে কার্যকরভাবে সম্পন্নের জন্য সহায়ক কেন্দ্রীভূত পোর্টাল তৈরি প্রভৃতি অন্যতম।

বিএসইসি চেয়ারম্যান সিএমএসএফের বিনিয়গকারীদের প্রাপ্য অবন্টিত লভ্যাংশের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় বিএসইসি চেয়ারম্যান এবং কমিশনারগণ সিএমএসএফ অফিস পরিদর্শন এবং সকল কর্মকর্তার সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এই সংস্থার সিওও বিএসইসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং কমিশনারদের মূল্যবান মতামতের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সিএমএসএফ-এর কার্যক্রম উন্নতকরণে সিদ্ধান্তগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন।

দ্বিতীয় অংশ

৩. কর্পোরেট ফাইন্যান্স

বিএসইসি'র কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ বিভিন্ন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানকে পাবলিক ইস্যু এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্টের ইক্যুইটি, ডেট সিকিউরিটিজ এবং সুকুক ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে। এতে কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া, এ বিভাগ রাইটস ও বোনাস শেয়ার ইস্যু, স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ সমূহের লিস্টিং এবং সম্পদভিত্তিক সিকিউটিরিজ ইস্যুর অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত সম্পন্ন করে। নিম্নবর্ণিত বিধিমালার অধীনে উপযুক্ত বিবেচিত হলে কমিশন মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে সম্মতি প্রদান করে:

- Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪
- Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Debt Securities) Rules, 2021
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2022
  নোটিফিকেশন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/৪৬/এডমিন১৩৮, তারিখ: অক্টোবর ০৩, ২০২২

কোয়ালিফাইড ইনভেস্টর অফার

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ০১ অক্টোবর–৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ সময়কালে Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2022-এর অধীনে ০১টি কোম্পানিকে যোগ্য বিনিয়োগকারীদের নিকট হতে ৫.০০ কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলনের প্রসপেক্টাস ইস্যুর সম্মতি প্রদান করেছে।

ডেট সিকিউরিটিজ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ০১ অক্টোবর–৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ সময়কালে Bangladesh Securities and Exchange Commission (Debt Securities) Rules, 2021-এর অধীনে ০৮টি কোম্পানিকে ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে ৩,২৫০.০০ কোটি টাকা মূলধন বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করেছে। যার বিভাজন নিম্নরূপ:

মূলধন উত্তোলনের মাধ্যম	কোম্পানির সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকা)		
		পাবলিক অফার (কোটি টাকা)	প্রাইভেট অফার (কোটি টাকা)	মোট অফার (কোটি টাকা)
কুপন বিয়ারিং সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড	০৮	-	৩২,৫০০,০০০,০০০	৩২,৫০০,০০০,০০০

তালিকাভুক্ত কোম্পানির বোনাস শেয়ার ইস্যু

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ০১ অক্টোবর–৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ সময়কালে নোটিফিকেশন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/৪৬/এডমিন/১৩৮-এর অধীনে ০৪টি তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে মোট ০৬.৬৮ কোটি টাকার মূলধন বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করেছে। যার বিভাজন নিম্নরূপ:

ক্রম	কোম্পানির নাম	বিবরণ (আইপিও/আরপিও/কিউআইও/বন্ড/প্রেফারেন্স শেয়ার/বোনাস শেয়ার/ইস্যু অফ ক্যাপিটাল)	সম্মতিপত্র জারির তারিখ	টাকার পরিমাণ	ধরন (কৃষি/ব্যাংক/বীমা/অন্যান্য)
০১	ইফাদ অটোস লিমিটেড	বোনাস শেয়ার	১১.১২.২০২৪	২,৬৫,৫৯,৭৯৩	অন্যান্য
০২	মুন্নো এগ্রো অ্যান্ড জেনারেল মেশিনারি লিমিটেড	বোনাস শেয়ার	১২.১২.২০২৪	৭৯,৩৪,৮৯০	অন্যান্য
০৩	বাংলাদেশ হোটেল লিমিটেড	বোনাস শেয়ার	২৩.১২.২০২৪	২,৪৩,০০,০০০	অন্যান্য
০৪	জেমিনি সি ফুড পিএলসি	বোনাস শেয়ার	২৯.১২.২০২৪	৮০,১৩,০৮০	অন্যান্য
মোট টাকার পরিমাণ				৬,৬৮,০৭,৭৬	

৪. ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স

সিএমআরআরসি বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ :

১. পুঁজিবাজার সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রস্তুতপূর্বক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ;

২. পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন;

৩. পুঁজিবাজার ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে পর্যায়ক্রমে আদেশ, নির্দেশনা ও প্রজ্ঞাপন জারি;

৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত পুঁজিবাজার সম্পর্কিত প্রশ্নের খসড়া জবাব প্রস্তুত;

৫. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অনুষ্ঠিত পুঁজিবাজার সম্পর্কিত সভার কার্যপত্র প্রস্তুত এবং সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৬. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ দপ্তর হতে প্রেরিত খসড়া আইন সম্পর্কে মতামত প্রদান।

সিএমআরআরসি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সংশোধনী/আদেশ/নির্দেশনা নিম্নরূপঃ

ক্রম	বিষয়	শ্রেণিবিভাগ	সূত্র
১.	ব্যাংকের ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত Debt Securities Issue সংক্রান্ত Information Memorandum এ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অন্তর্ভুক্তির বৈধতার মেয়াদ অতিরিক্ত ৬০ দিন বা ৩০ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত, যেটি প্রযোজ্য, বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০২০-৩৭৩/৮৩ তারিখঃ ০৭ নভেম্বর ২০২৪
২.	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সহিত নিবন্ধিত সকল সংস্থার নিরীক্ষা সম্পন্নকরণে কমিশনের প্যানেল-নিরীক্ষকদের মাধ্যমে কর সংক্রান্ত নির্দেশনার সংশোধন	নির্দেশনা	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/৮৪ তারিখঃ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪
৩.	রাইট অফার (RI) এর জন্য Berger Paints Bangladesh Ltd. -কে Securities and Exchange Commission (Right Issue) Rules, ২০০৬-এর কয়েকটি বিধান থেকে অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের নিমিত্ত প্রেরণ	প্রজ্ঞাপন	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/৮৫/পিআরডি/১৫৩ তারিখঃ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

৫. নিবন্ধন

নিবন্ধন ও লাইসেন্সিং বিভাগ স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, অনুমোদিত প্রতিনিধি, মার্চেন্ট ব্যাংকার, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি, সম্পদ ব্যবস্থাপক, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ফান্ড ম্যানেজার, ট্রাস্টি, কাস্টডিয়ান, বাজার সৃষ্টিকারীর সনদ প্রদান এবং নবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে। এছাড়া, স্টক ব্রোকারের ডিজিটাল বুথ এবং স্টক ব্রোকার ও মার্চেন্ট ব্যাংকারের শাখা খোলার অনুমোদন প্রদান করে। ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে নিবন্ধন বিভাগ সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

ক্রম	ইস্যুকৃত সনদের ধরন	সংশ্লিষ্ট আইনের নাম	ইস্যুকৃত সনদ সংখ্যা	নবায়নকৃত সনদ সংখ্যা	স্টক ব্রোকারের শাখা অফিস খোলার অনুমোদন	স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার ও মার্চেন্ট ব্যাংকের অফিস স্থানান্তর/নাম পরিবর্তন
১	স্টক ডিলার (ডিএসই)	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০	-	৭৫	০৬	
	স্টক ব্রোকার (ডিএসই)	-ঐ-	-	৭৫	-	
২	স্টক ডিলার (সিএসই)	-ঐ-	-	৩১	-	-
	স্টক ব্রোকার (সিএসই)	-ঐ-	-	৩৫	০১	-
৩	অনুমোদিত প্রতিনিধি (ডিএসই)	-ঐ-	৫৫	১৪৬	-	-
৪	অনুমোদিত প্রতিনিধি (সিএসই)	-ঐ-	-	২৬	-	-
৫	সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩	-	০১	-	-
৬	ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী	ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩	-	৮৫	-	১টি ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী সনদের নাম পরিবর্তন
৭	ডেট সিকিউরিটিজের জন্য ট্রাস্টি	Bangladesh Securities and Exchange Commission (Debt Securities) Rules, 2021	০৬	-	-	
৮	ডিজিটাল বুথের অনুমোদন	ডিরেকটিভের তারিখঃ ১৩ ডিসেম্বর ২০২০	০৫	-	-	৬টি ডিজিটাল বুথ স্থানান্তরের অনুমোদন প্রদান

৬. মার্কেট সার্ভেইল্যান্স অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স

সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম

পুঁজিবাজারের স্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতি প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনো অনিয়ম, অসামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকলাপ বা অস্বাভাবিক ট্রেডিং প্যাটার্ন শনাক্তকরণে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ক্রমাগত সিকিউরিটিজ মার্কেট পর্যবেক্ষণ করে। তন্মধ্যে সিকিউরিটিজ মূল্যের গতিবিধি, ট্রেডিং ভলিউম এবং অর্ডার প্রবাহ ও মূল্য সংবেদনশীল তথ্যসমূহ অন্যতম। এই বিভাগ বাজারের গতিবিধি সক্রিয় তদারকিসহ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন লেনদেন বিশেষণ করে। সার্ভেইল্যান্স বিভাগ সিকিউরিটিজ আইনের সম্ভাব্য লঙ্ঘন, বাজার কারসাজি, ইনসাইডার ট্রেডিং এবং পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা ক্ষুণ্নকারী অন্যান্য প্রতারণামূলক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ এবং পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও স্বার্থ সংরক্ষণে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মার্কেট সার্ভেইল্যান্স ও ইন্টেলিজেন্স বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১.০ পুঁজিবাজার পর্যবেক্ষণ

সার্ভেইল্যান্স বিভাগ দৈনন্দিন বাজার তদারকির অংশ হিসেবে পুঁজিবাজারের অনিয়ম, সন্দেহজনক লেনদেন ও অসদাচরণ অনুসন্ধানের জন্য ‘ইনস্ট্যান্ট ওয়াচ মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম’-এর মাধ্যমে সিকিউরিটিজ মূল্যের গতিবিধি, ট্রেডিং ভলিউম এবং অর্ডার প্রবাহ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

২.০ তথ্যের বিচক্ষণ বিশেষণ

কমিশনের সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকর্তারা পুঁজিবাজারের অনিয়ম ও সন্দেহজনক লেনদেনের ৩৬০ ডিগ্রি পর্যবেক্ষণ ও গভীরতা নিরীক্ষার জন্য ‘ইনস্ট্যান্ট ওয়াচ মার্কেট’ ব্যবস্থার মাধ্যমে ‘বিজনেস ইন্টেলিজেন্স’, স্টেকহোল্ডারদের ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক সংবাদ ও প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ নিশ্চিত করেছে।

৩.০ তদন্ত ও অনুসন্ধান কার্যক্রম

সার্ভেইল্যান্স বিভাগ সন্দেহজনক ও কারসাজিমূলক লেনদেন প্রাথমিকভাবে নির্বাচনের পর তা বিশদভাবে চিহ্নিতকরণে প্রামাণক সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে। কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে সংস্থার অথবা স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তদন্ত অথবা অনুসন্ধানপূর্বক উল্লেখযোগ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে ডিএসই বরাবর তালিকাভুক্ত কোম্পানির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদনে জারিকৃত আদেশসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রম	সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নাম/বিষয়	তদন্তকারী স্টক এক্সচেঞ্জ	আদেশ জারির তারিখ
১	ক্যাপিটেক গ্রামীণ গ্রোথ ফান্ড	ডিএসই	২১ অক্টোবর ২০২৪
২	আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	ডিএসই	২২ অক্টোবর ২০২৪
৩	ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি	ডিএসই	১৪ নভেম্বর ২০২৪
৪	তৌফিকা ফুডস অ্যান্ড লাভেলো আইসক্রিম পিএলসি	ডিএসই	০১ ডিসেম্বর ২০২৪
৫	হাইডেলবার্গ ম্যাটেরিয়ালস বাংলাদেশ পিএলসি	ডিএসই	০৯ ডিসেম্বর ২০২৪

৪.০ তদন্ত অথবা অনুসন্ধান প্রতিবেদন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে ডিএসই এবং সিএসই হতে প্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত তদন্ত/অনুসন্ধান প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সার্ভেইল্যান্স বিভাগ হতে এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে:

ক্রম	সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নাম/বিষয়	দাখিলকারী	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণের তারিখ
১	ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেড	ডিএসই	৬ অক্টোবর ২০২৪
২	অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড	ডিএসই	১০ অক্টোবর ২০২৪
৩	ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি	ডিএসই	২৪ নভেম্বর ২০২৪
৪	খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	ডিএসই	০৪ ডিসেম্বর ২০২৪
৫	হাইডেলবার্গ ম্যাটেরিয়ালস বাংলাদেশ পিএলসি	ডিএসই	২২ ডিসেম্বর ২০২৪

৫.০ অন্যান্য

- দৈনন্দিন সিস্টেম হতে প্রাপ্ত এলার্টসমূহ, বাণিজ্য প্রতিবেদন ও শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় আদেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- বিভিন্ন বিভাগ অথবা অনুসন্ধানকারী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ।

৭. সুপারভিশন অব মার্কেট অ্যান্ড মার্কেট ইন্টারমিডিয়ারিজ

সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ তথা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি এবং সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়নে সুপারভিশন অব মার্কেট অ্যান্ড মার্কেট ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসএমএমআই) বিভাগ স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি), মার্চেন্ট ব্যাংকার্স, সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি, সম্পদ ব্যবস্থাপক ইত্যাদি বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপালনীয় কার্যাদি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই বিভাগ বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ সংক্রান্ত কাজ করে। ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

ক. বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তি

এসএমএমআই বিভাগ পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করে। বিনিয়োগকারীরা কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম) ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই যে কোনো স্থান থেকে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল এবং উক্ত অভিযোগের বর্তমান অবস্থা অনলাইনে অবহিত হন। সিসিএএম-এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ দাখিলকৃত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

অভিযোগ দাখিলকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম	অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন
স্টক ব্রোকার / স্টক ডিলার	২১	১৯	০২
মার্চেন্ট ব্যাংক	-	-	-
সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি	-	-	-
সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান	-	-	-
সিডিবিএল	০৩	০১	০২
মোট	**২৪**	**২০**	**০৪**

সিসিএএম-এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিলের পাশাপাশি বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক কমিশনে লিখিতভাবে দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ নিম্নরূপঃ

অভিযোগ দাখিলকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম	পূর্বে অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	বর্ণিত সময়ে অভিযোগ প্রাপ্তি	মোট অভিযোগ	ডিএসইতে প্রেরণ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	সিসিএএম-এ আপলোডকৃত	প্রক্রিয়াধীন
স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার	-	৯৫	৯৫	৭৯	১৫	-	১
মোট	-	**৯৫**	**৯৫**	**৭৯**	**১৫**	-	**১**

খ. বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সাথে তথ্য আদান-প্রদান

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সাথে তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধার্থে ২০১৯ সালের ১৫ এপ্রিল External Data Request Processing (EDRP) প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। উক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দুদকসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে পত্রের মাধ্যমে চাহিত তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত চিঠির সংখ্যা	প্রদানকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত চিঠির সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)	২৪০	১৬০	৮০
অপরাধ তদন্তবিভাগ (সিআইডি)	১৫	১২	০৩
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-
মোট	**২৫৫**	**১৭২**	**৮৩**

গ. দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন সম্পর্কিত গৃহীত পদক্ষেপ

কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) সংশ্লিষ্ট ট্রেকহোল্ডার কোম্পানিসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা-উত্তর কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেছে। গৃহীত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে এসএমএমআই বিভাগ সম্পাদিত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ

পরিদর্শন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান	পূর্ব-পরীক্ষাধীন প্রতিবেদন সংখ্যা	বর্ণিত সময়ে গৃহীত প্রতিবেদন সংখ্যা	মোট প্রতিবেদন সংখ্যা	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	এসআরআই বিভাগ কর্তৃক সতর্কপত্র প্রেরণ	ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন
ডিএসই	-	৮৭	৮৭	২৯	-	১৬	৪২
সিএসই	-	০২	০২	০২	-	-	-
মোট		**৮৯**	**৮৯**	**৩১**	-	**১৬**	**৪২**

ঘ. ট্রেকহোল্ডার কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা

এসএমএমআই বিভাগ স্টক এক্সচেঞ্জের সহযোগিতায় ট্রেকহোল্ডার কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা করে। ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে ট্রেকহোল্ডার কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা সংক্রান্ত সম্পাদিত কার্যসমূহ নিম্নরূপঃ

কাজের বিবরণ	সংশ্লিষ্ট ট্রেকহোল্ডার কোম্পানির সংখ্যা	
	সিএসই	ডিএসই
স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক ট্রেকহোল্ডার কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা	৩৫	১৪৫
স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ট্রেকহোল্ডার কোম্পানির সাথে সভা অনুষ্ঠান	-	১৮

ঙ. মার্চেন্ট ব্যাংকার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ সিইও-এর নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে এ বিভাগ কর্তৃক মার্চেন্ট ব্যাংকার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ সিইও-এর নিয়োগ সংক্রান্ত সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

দরখাস্তের বিষয়	পূর্ব অনিস্পত্তিকৃত দরখাস্ত সংখ্যা	বর্ণিত সময়ে প্রাপ্ত দরখাস্ত সংখ্যা	মোট দরখাস্ত সংখ্যা	কমিশনের অনুমোদন	কমিশনের প্রত্যাখ্যান	প্রক্রিয়াধীন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও এর নিয়োগ	০১	০৪	০৫	০৪	-	০১
শূন্য পদে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও নিয়োগের সময়সীমা বর্ধিতকরণ	-	-	-	-	-	-
মোট	**০১**	**০৪**	**০৫**	**০৪**	**-**	**০১**

৮. এনফোর্সমেন্ট

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগ পুঁজিবাজারে আইন অমান্য/লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক অর্থদণ্ড আরোপসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সিকিউরিটিজ আইনের আওতায় পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। পরিদর্শন/তদন্ত প্রতিবেদনে সিকিউরিটিজ আইন পরিপালন না-করা সংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রদিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইনের বিধান অনুসারে ইস্যুয়ার ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা ও শুনানি সম্পন্নপূর্বক কমিশনের নিকট উপস্থাপন করা হয়। কমিশন সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী অভিযুক্তকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার কারণে ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, অনুমোদিত প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে গৃহীত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রম	বিবরণ	জরিমানা	সর্তকীকরণ	নিষ্পত্তিকরণ	মোট
১	ইস্যুয়ার কোম্পানি/পরিচালক	৪১	৮	১	৫০
২	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/অনুমোদিত প্রতিনিধি	৬	৪৫	৬	৫৭
৩	মার্চেন্ট ব্যাংকার	২	০	০	২
৪	অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি	০	২	০	২
৫	ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি	০	০	০	০
৬	কাস্টডিয়ান	০	০	০	০
৭	চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস	০	০	০	০
৮	বিনিয়োগকারী	৪৯	৪	০	৫৩
৯	স্টক এক্সচেঞ্জ	০	০	০	০
১০	অন্যান্য	১৩	১০৫	৫	১২৩
	সর্বমোট	**১১১**	**১৯২**	**১২**	**২৮৭**

৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

এই বিভাগ পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/ ওয়েবিনার/সভা/সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের নিমিত্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে।

ক্রম	কার্যক্রম	বিবরণ
০১.	পুঁজিবাজার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থা (ভার্চুয়াল ও আয়োজকের অর্থায়নে) আয়োজিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা	ক. বিএসইসি'র কর্মকর্তাদের জন্যে পুঁজিবাজারের ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম, হাতিয়ার, কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের নিমিত্তে কর্মকর্তা (প্রশিক্ষক) মনোনয়নের জন্যে ভারতের SEBI কে অনুরোধ; খ. কমিশনের কর্মকর্তাদের ভারতের NISM-এ প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ে NISM কে ইমেইল প্রদান; গ. 'পুঁজিবাজারে মানি-লন্ডারিং প্রতিরোধ' US SEC কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্যে মনোনয়ন প্রদান; ঘ. সিকিউরিটিজ ট্রেডিং ও বাজার অবকাঠামো বিষয়ে ১৯তম FSI-IOSCO সেমিনারে অংশগ্রহণের নিমিত্তে মনোনয়ন প্রদান; এবং ঙ. 'Navigating Carbon Markets in Asia Pacific- Trends, Article 6 & Emerging Opportunities' ওয়েবিনারে অংশগ্রহণের জন্যে মনোনয়ন প্রদান।
০২.	আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে প্রাপ্ত Query ও Survey-এর প্রাসঙ্গিকতা যাচাইপূর্বক অংশগ্রহণ	নিম্নোক্তভাবে ইনপুট/তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে: ক. SupTech & RegTech; খ. IOSCO Leverage Data Collection Exercise; গ. 'বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২৪'-এর ক্যাম্পেইন পরবর্তী জরিপ পরিচালনা; এবং ঘ. পাকিস্তানের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক চাহিত বাংলাদেশে বিদ্যমান নিরীক্ষা বিষয়ক করণীয়সমূহ অবগতকরণ।
০৩.	বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন	ক. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম যেমন: IOSCO General Secretariat and IOSCO MMoU Monitoring Group পয়েন্ট অব কন্টাক্ট হালনাগাদকরণ; খ. US SEC-এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের পয়েন্ট অব কন্টাক্ট সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদান; গ. 'GEMC Network for the Adoption and Other Use of ISSB Standards'-এ যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ; ঘ. The Day of German Unity অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারম্যানের অংশগ্রহণের জন্যে জার্মানির দূতাবাসের নিমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে যোগাযোগ স্থাপন ; ঙ. অস্ট্রেলিয়ার বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্টকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসকে অবগতকরণ; চ. 'বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২৪' উদ্‌যাপন; এবং ছ. IOSCO APRC'র নব-নির্বাচিত ভাইস'চেয়ার জনাব জোসেফ লোঙ্গোকে অভিনন্দন-পত্র প্রেরণ।

১০. কর্পোরেট রিপোর্টিং

কমিশনের নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী, চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট বিভাগের অধীনে দুটি বিভাগ বিদ্যমান যথা:

ক. অ্যাকাউন্টিং ও অডিটিং পলিসি বিভাগ, এবং
খ. কর্পোরেট রিপোর্টিং বিভাগ।

কর্পোরেট রিপোর্টিং বিভাগের প্রধান কাজগুলি নিম্নরূপ:

১. তালিকাভুক্ত কোম্পানি কর্তৃক ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং অন্তর্বর্তী আর্থিক বিবরণী দাখিলের তদারকি;

২. তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা;

৩. তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা;

৪. আইপিও/কিউআইও/আরপিও/রাইট ইস্যু/বন্ডের মাধ্যমে উত্তোলিত মূলধনের ব্যবহার প্রতিবেদন তদারকি;

৫. ইন্সপেকশন/ ইনকোয়ারি/ইনভেস্টিগেশনের প্রস্তাব উত্থাপন; এবং

৬. কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যেকোনো কাজ সম্পাদন।

২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে কর্পোরেট রিপোর্টিং বিভাগ সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপ:

রেগুলেটরি সাবমিশন

সূচকসমূহ	প্রত্যাশিত	প্রকৃত
কোম্পানির বার্ষিক আর্থিক বিবরণী জমা	২৪৪	১৬৬
অন্তর্বর্তীকালীন (Q1) প্রতিবেদনসমূহ জমা	২৪৫	১৭৮
অন্তর্বর্তীকালীন (Q2) প্রতিবেদনসমূহ জমা	০৬	০৭
অন্তর্বর্তীকালীন (Q3) প্রতিবেদনসমূহ জমা	৬০	৪০
আইপিও/আরপিও/কিউআইও/আরআই তহবিলের ব্যবহার প্রতিবেদনসমূহ জমা	৩০	১৫

রেগুলেটরি কার্যক্রম

সূচকসমূহ	কার্য সংখ্যা
বার্ষিক আর্থিক বিবরণী	
অধিক তথ্য বা ব্যাখ্যা তলব	০৫
আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বৃদ্ধি	১৯
সময় বৃদ্ধির আবেদন নাকচ	০৩
যথসময়ে প্রতিবেদন দাখিল না-করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	০০
সিকিউরিটিজ আইনের বিধান পরিপালন না করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে	০৪
স্বতন্ত্র বহিঃ নিরীক্ষকের কোয়ালিফাইড অপিনিয়ন/ অ্যাডভার্স অপিনিয়ন/ ডিসক্লেইমার সংখ্যা	৪১
প্রথম প্রান্তিক (Q1) আর্থিক বিবরণী	
আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বৃদ্ধি	১৭
সময় বৃদ্ধির আবেদন নাকচ	০৬
যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল না-করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	০১
দ্বিতীয় প্রান্তিক (Q2) আর্থিক বিবরণী	
আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বৃদ্ধি	০৩
সময় বৃদ্ধির আবেদন নাকচ	০০
যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল না-করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	০০
তৃতীয় প্রান্তিক (Q3) আর্থিক বিবরণী	
আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বৃদ্ধি	০২
সময় বৃদ্ধির আবেদন নাকচ	০০
যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল না-করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	০০
আইপিও/আরপিও/আরআই/কিউআইও তহবিলের ব্যবহার প্রতিবেদনসমূহ	
তহবিলের ব্যবহারের প্রতিবেদনসমূহ দাখিলের সময় বৃদ্ধি	০০
সময় বৃদ্ধির আবেদন নাকচ	০০
যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল না-করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	০০
বিশেষ নিরীক্ষা/তদন্ত/ অনুসন্ধান	
বিশেষ নিরীক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব প্রদান	০৩
তদন্ত/ অনুসন্ধানের প্রস্তাব প্রদান	০৪
সিকিউরিটিজ আইনের বিধান পরিপালন না-করায় ক্যাপিটাল ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	০৫

১১. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস

বিএসইসি'র আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদকরণ, ই-সার্ভিস প্রবর্তনের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ ও ডিজিটালাইজড পুঁজিবাজার পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা বিনির্মাণ করাই এমআইএস বিভাগের মূল লক্ষ্য।

কমিশনের এমআইএস বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- দাপ্তরিক কাজের জন্য সরকারের ই-নথি ব্যবস্থা ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- দাপ্তরিক কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান;
- অনলাইন সভাসহ বিভিন্ন সভা/সেমিনার/সচিত্র উপস্থাপনার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- ২০০ এমবিপিএস গতির নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট (১০০ এমবিপিএস রিডানডেন্ট সংযোগ ব্যবস্থাসহ) সেবা নিশ্চিতকরণ;
- কমিশনের ডিজিটাল তথ্যাবলি সংরক্ষণ ও ব্যাকআপের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত ক্রয়ের কারিগরি বিশেষীকরণ (Technical Specification) তৈরি;
- কমিশনের তথ্যের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কমিশনে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য নিরাপত্তামূলক সচেতনতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কমিশনের টেন্ডার প্রক্রিয়া e-GP পোর্টালের মাধ্যমে সম্পাদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা অনুসারে সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট/মডিফিকেশন/আপগ্রেডেশন/মেইনটেন্যান্সের কাজ; এবং
- কমিশনের ওয়েবসাইটটি: এসএসএম সার্টিফিকেট ব্যবস্থাপূর্বক তথ্যের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (২টি ডোমেইন: www.sec.gov.bd ও www. এসইসিবিডি.বাংলা) সর্বদা চালু রাখা এবং তথ্য হালনাগাদ করা।

সম্পাদিত/চলমান কার্যক্রমসমূহ

১. কমিশনের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তালিকার কাঠামো ছবিসহ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

২. আইসিটি ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে কমিশনের Computer Incident Response Team (CIRT)-এর দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় কমিশনের আইটি অবকাঠামো এবং সিস্টেমস সম্পর্কে ০২ (দুই) জন এক্সটার্নাল সদস্যকে ধারণা প্রদান, National Cyber Security Agency (NCSA) কর্তৃক বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের প্রেক্ষিতে কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অবহিতকরণ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণী আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে।

৩. আইসিটি ডিভিশন কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের তথ্য প্রদান এবং অন্য বিভাগ কর্তৃক ব্যবহারের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত নেটওয়ার্কভিত্তিক সফটওয়্যার প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আইসিটি ডিভিশন ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু করেছে।

৪. কমিশনের Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) সংক্রান্ত সক্ষমতা সৃষ্টিকল্পে হাই কনফিগারেশন পারসোনাল কম্পিউটার (পিসি) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত পিসিতে প্রয়োজনীয় এনভায়রনমেন্টও প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫. সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে ইতোমধ্যে অনেকাংশে তৈরিকৃত ডেট সিকিউরিটিজ রিপেমেন্ট মনিটরিং সিস্টেম (DSRMS) বিষয়ে সভা ও ডেমো উপস্থাপন, সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে ১০টি ডেট সিকিউরিটির তথ্য এন্ট্রি এবং পাইলট পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬. ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে IT Support Ticket Management System (ITMS)-এর মাধ্যমে ২৫৬টি আইটি সহায়তার অনুরোধ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৭. ক্যাপিটাল ইস্যু বিভাগের প্রদত্ত চাহিদা অনুযায়ী সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ট্যাপওয়্যার সলিউশনস লিমিটেড Online IPO Application Platform ডেভেলপ করেছে। ক্যাপিটাল ইস্যু বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সভায় সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সিস্টেমটির প্রি-লাইভ টেস্টিং ও ডেমন্সট্রেশন সম্পন্ন করেছেন। উক্ত সভায় বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকারস অ্যাসোসিয়েশন (BMBA), বিভিন্ন ইস্যু ম্যানেজার প্রতিষ্ঠান, ডিএসই, সিএসই, সিডিবিএল ও কমিশনের এমআইএস ও ক্যাপিটাল ইস্যু বিভাগের সংশিষ্ট প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সিস্টেমটির ফিচার টেস্টিং-এর জন্য ক্যাপিটাল ইস্যু বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নির্ধারিত ইস্যু ম্যানেজারগণ কর্তৃক পূর্ববর্তী কোনো প্রকৃত তথ্য ইনপুট দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কমিশনের ওয়েবসাইটে ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে আপলোডকৃত তথ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- ❒ আইপিও প্রসপেক্টাস : ০১টি,
- ❒ আদেশ/নোটিফিকেশন/ডাইরেক্টিভ ইত্যাদি : ০৩টি,
- ❒ এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন : ১৪৪টি,
- ❒ প্রেসবিজ্ঞপ্তি : ৩৪টি
- ❒ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি : ৫টি,
- ❒ অনাপত্তি সনদ : ২টি, এবং
- ❒ অন্যান্য প্রাপ্ত তালিকা।

১২. লিগ্যাল সার্ভিস

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন আদালতে ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে বিভিন্ন আদালতে ১৫টি মামলা দায়ের এবং কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। সংস্থার পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহ নিম্নরূপঃ

বিএসইসি কর্তৃক /বিএসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	মামলা সংখ্যা	বিবরণ
বিএসইসি কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা	০২টি	সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের কারণে কমিশন কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায়ের জন্য Public Demands Recovery Act, 1913-এর অধীনে জেনারেল সার্টিফিকেট আদালত, ঢাকা এ ০২টি সার্টিফিকেট মামলা মামলা দায়ের;
বিএসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	১৩টি	সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন, কমিশনের জরিমানার আদেশ চ্যালেঞ্জ এবং অন্যান্য কারণে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ১২টি রীট মোকদ্দমা ও ০১টি ক্রিমিনাল রিভিশন দায়ের করা হয়েছে।

১৩. ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সিআইএস অ্যান্ড সিকিউরিটাইজেশন বিভাগ

মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সিআইএস অ্যান্ড সিকিউরিটাইজেশন বিভাগ প্রধানত মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড নিবন্ধন, অবসায়ন, রূপান্তর, পর্যবেক্ষণ ও তদারকি সংক্রান্ত কাজ করে।

ফান্ডের নিবন্ধন সনদ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি

২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে উক্ত বিভাগ ০২টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে।

ক্রম	ফান্ডের নাম	ফান্ডের আকার (কোটি টাকায়)	নিবন্ধন সনদ প্রদানের তারিখ
০১	ইনভেস্টইট গ্রোথ ফান্ড	২৫	১৪ অক্টোবর, ২০২৪
০২	ভেঞ্চুরা এএমসিএল ব্যালেন্স ফান্ড	২৫	১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪
	সর্বমোট	৫০	

ফান্ডের প্রসপেক্টাস অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাবলি

২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে উক্ত বিভাগ ০১টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রসপেক্টাস অনুমোদন প্রদান করেছে।

ক্রম	ফান্ডের নাম	ফান্ডের আকার (কোটি টাকায়)	নিবন্ধন সনদ প্রদানের তারিখ
০১	ইনভেস্টইট গ্রোথ ফান্ড	২৫	১২ ডিসেম্বর, ২০২৪

ফান্ডের তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলি

মিউচ্যুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রম

২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে মিউচ্যুয়াল ফান্ড সম্পর্কে জারিকৃত ০২টি তদন্ত আদেশ নিম্নরূপ:

তদন্ত সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড সংখ্যা		দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন সংখ্যা	তদন্ত প্রক্রিয়াধীন
০১	মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	০৩	-	০২
	বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	০৫	-	-
মোট		০৮	-	০২

দাখিলকৃত তদন্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ

কমিশনের তদন্ত/পরিদর্শন দল মিউচ্যুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত তদন্ত/পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে উক্ত বিভাগ গৃহীত পদক্ষেপ নিম্নরূপ:

পূর্ব পরীক্ষাধীন প্রতিবেদন সংখ্যা	বর্ণিত সময়ে গৃহীত প্রতিবেদন সংখ্যা	মোট প্রতিবেদন সংখ্যা	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত নিস্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন
-	০২	০২	০১	-	০১

সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা

উক্ত বিভাগ, সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা করে। ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ:

কাজের বিবরণ	সংখ্যা
ফান্ডের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন	০৪
ফান্ডের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষাপূর্বক এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	০১

অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট বিভাগ

অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট বিভাগ প্রধানত অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের নিবন্ধন, অবসায়ন, পর্যবেক্ষণ ও তদারকি সংক্রান্ত কাজ করে।

ট্রাস্ট ডিড ও ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এগ্রিমেন্ট অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাবলি

২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট বিভাগ কর্তৃক কোন ট্রাস্ট ডিড ও ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এগ্রিমেন্ট অনুমোদন প্রদান করেনি।

ফান্ডের নিবন্ধন সনদ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি

২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট বিভাগ কর্তৃক কোনো ফান্ডের নিবন্ধন সনদ প্রদান করেনি।

ফান্ডের তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলি

অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড সম্পর্কিত পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রম

২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড সম্পর্কিত কোনো পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড সম্পর্কিত পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রম

২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের উপর ০১টি তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যা নিম্নরূপ:

তদন্ত সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড সংখ্যা	দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন
০১	০১	০১	-
মোট	০১	০১	-

দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কিত গৃহীত পদক্ষেপ

কমিশনের তদন্ত/পরিদর্শন দল অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের উপর তদন্ত /পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে সময়কালে উক্ত বিভাগ কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

পূর্ব পরীক্ষাধীন প্রতিবেদন সংখ্যা	বর্ণিত সময়ে গৃহীত প্রতিবেদন সংখ্যা	মোট প্রতিবেদন সংখ্যা	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন
-	০১	০১	০১	-	-

ফান্ড ম্যানেজার কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা

উক্ত ডিভিশন, ফান্ড ম্যানেজার কর্তৃক দাখিলকৃত অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা করে। ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:

কাজের বিবরণ	করান
ফান্ডের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন	০২
ফান্ডের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষাপূর্বক এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	-

১৪. ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ডিভিশন দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা ও কনফারেন্স আয়োজন করে। এরূপ আয়োজন বিনিয়োগকারীকে সঠিক বিনিয়োগে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। এছাড়া, এই বিভাগ বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম, পুঁজিবাজারের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ এবং বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ পালন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ এবং উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে ডিএসই ও সিএসই কর্তৃক পরিচালিত ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

ক্রম	বিবরণ	অংশগ্রহণকারী (জন)
১	বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণ	৮৪০
২	বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ	৪৪৬
৩	ডিএসই ও সিএসই'র স্টেকহোল্ডারদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ	৫৮
৪	বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ, ২০২৪	২১৮৫
	সর্বমোট	**৩৫২৯**

১৫. জনসংযোগ

এই বিভাগ কমিশনের জনসংযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করে। ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা দপ্তরে ০১(এক)টি গেজেট প্রকাশের পদক্ষপ গ্রহণ; এবং

২. কমিশন কর্তৃক মোট ৩৪ (চৌত্রিশ)টি ইস্যুকৃত প্রেসবিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.sec.gov.bd এবং www.এসইসিবিডি.বাংলা) প্রকাশ করা হয়েছে।

১৬. মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন

বিএসইসি'র ইন্সপেকশন, ইনকোয়ারি অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের অধীনে মার্কেট ইন্টেলিজেন্স বিভাগ চালু করা হয়েছে। এ বিভাগে এক্সচেঞ্জ অ্যাফেয়ার্স সেকশন ও ইস্যুয়ার কোম্পানি অ্যান্ড আদার ইন্টারমেডিয়ারিজ অ্যাফেয়ার্স সেকশন রয়েছে। কমিশনের মার্কেট ইন্টেলিজেন্স বিভাগ সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

১. মার্কেট ম্যানিপুলেশন, গুজব ও নাশকতা সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ; এবং

২. প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশনের নিকট গোয়েন্দা প্রতিবেদন দাখিল করা।

মার্কেট ইন্টেলিজেন্স বিভাগ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণপূর্বক নিয়মিতভাবে পুঁজিবাজারের সম্ভাব্য অনিয়ম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ইন্সপেকশন, ইনকোয়ারি অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিভাগ কর্তৃক ২০২৪ থেকে অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালের সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপ

ক. অনুসন্ধান/তদন্ত সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রম	বিবরণ	সংখ্যা
১	ইস্যুকৃত অনুসন্ধান/তদন্ত আদেশ	২০
২	অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন	১০

খ. পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রম	ইস্যুকৃত আদেশ সংখ্যা	দাখিলকৃত প্রতিবেদন সংখ্যা
১	২০	০৬

১৭. স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিকস

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড পিএলসি
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪

মাস	ডিএসই ব্রড সূচক (DSEX)	বাজার মূলধন শেষ লেনদেন দিবস পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	মোট লেনদেন দিবস	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যা)		সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	
				মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়
অক্টোবর	৫,১৯৯.৪০	৬,৬৫৩,৩২১.২৬	২১	৩,০২২.৬৭	১৪৩.৯৪	৭৬,৬১৩.১৪	৩,৬৪৮.২৪
নভেম্বর	৫,১৯২.৫৯	৬,৬৪৩,৫৬৩.৯৫	২০	৩,৫২০.১৪	১৭৬.০১	১০০,৩৪৭.৫৬	৫,০১৭.৩৮
ডিসেম্বর	৫,২১৬.৪৪	৬,৬২৬,১৯৮.১৮	২০	২,৭৫১.১৯	১৩৭.৫৬	৭২,৪৭৩.৪৯	৩,৬২৩.৬৭
মোট			৬১	৯,২৯৩.৯৯	১৫২.৩৬	২৪৯,৪৩৪.১৯	৪,০৮৯.০৯

* মাসের শেষ দিবসের লেনদেন সূচক এবং বাজার মূলধন সংশ্লিষ্ট মাসের প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান হিসেবে বিবেচ্য
উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড পিএলসি

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪

মাস	সকল শেয়ারের মূল্যসূচক	বাজার মূলধন শেষ লেনদেন দিবস পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	মোট লেনদেন দিবস	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যা)		সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	
				মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়
অক্টোবর	১৪,৪৪২.০০৯৪	৬,৯৮৩,৮০০.০৪	২১	৫১.৭৭	২.৪৭	১,৪২৬.৯৫	৬৭.৯৫
নভেম্বর	১৪,৫৩২.৩০৯৯	৬,৯৯৪,৯৪৯.৮০	২০	৫৮.৬০	২.৯৩	১,৭৫৪.৭৯	৮৭.৭৪
ডিসেম্বর	১৪,৪৭৩.৩৪৫৪	৬,৯৬২,৩৮৩.৭৪	২০	১৩৭.৪৭	৬৮৭	৪,৯৭৫.৬৯	২৪৮.৭৮
মোট			৬১	২৪৭.৮৪	৪.০৬	৮,১৫৭.৪৩	১৩৩.৭৩

* মাসের শেষ দিবসের লেনদেন সূচক এবং বাজার মূলধন সংশ্লিষ্ট মাসের প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান রূপে বিবেচ্য
উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি

বিএসইসি ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু

• বিএসইসি সম্পর্কে • উল্লেখযোগ্য ঘটনা • প্রেস রিলিজ • সিকিউরিটিজ আইন • বিনিয়োগকারীর তথ্য
• আইপিও প্রসপেক্টাস • বার্ষিক প্রতিবেদন • ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন • এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনস্
• বাজার মধ্যস্থতাকারীদের তালিকা • কর্মসংস্থান তথ্য • দরপত্র তথ্য
• বিধি সংশোধনে মন্তব্যের অনুরোধ • গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক

রেফারেন্স রুম

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮)-০২-৫৫০০৭১৭৩-২, ফ্যাক্স: (৮৮)-০২-৫৫০০৭১০৬

যা আছে:

- বিএসইসি'র প্রকাশনা
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রসপেক্টাস
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রকাশিত অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী
- সিকিউরিটি আইন, রুলস্ ও রেগুলেশনস্/গেজেট নোটিফিকেশনস্
- পুঁজিবাজারের উপর স্থানীয়/বিদেশি প্রকাশনা
- বিএসইসি প্রকাশনার গ্রাহক হওয়ার সুযোগ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Website: www.secbd.org, www.sec.gov.bd, www.এসইসিবিডি.বাংলা

E-mail: info@sec.gov.bd